Contents

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

২১তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
২০১৭

সোনামণি

একটি ফুটন্ত গোলাপের নাম

Contents

২১তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

■ সম্পাদকীয় ০২
■ কুরআনের আলো ০৪
■ হাদীছের আলো ০৫
■ প্রবন্ধ ০৬
■ হাদীছের গল্প ১৪
■ এসো দো'আ শিখি ১৬
■ সোনামণি সংলাপ ১৮
■ ভ্রমণ স্মৃতি ২৩
■ গল্পে জাগে প্রতিভা ২৯
■ কবিতাগুচ্ছ ৩১
■ একটুখানি হাসি ৩৪
■ সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৩৬
■ আমার দেশ ৩৬
■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩৭
■ রহস্যময় পৃথিবী ৩৯
■ সাহিত্যাঙ্গন ৪১
■ দেশ পরিচিতি ৪১
■ যেলা পরিচিতি ৪১
■ আন্তর্জাতিক পাতা ৪২
■ সংগঠন পরিক্রমা ৪৩
■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৪৬
■ ভাষা শিক্ষা ৪৭
■ কুইজ ৪৭
■ ম্যাজিক ওয়ার্ড ৪৮

সম্পাদকীয়

শিশুর ইসলামী শিক্ষা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনে ও সত্যিকারের মানুষে পরিণত করে। অধঃপতিত জাতিকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে ও বিশ্বের বুকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে শিক্ষা। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন ঐ শিক্ষা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পথে। অন্যথায় জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে এবং অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হবে। বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশ বড় বড় ক্ষতির কারণ হ'ল দুনিয়াদার শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ। এটা এ জন্য যে, তাদের শিক্ষায় নেই নীতি-নৈতিকতা এবং ধর্মীয় বিষয়ের গুরুত্ব। সেখানে আল্লাহভীতি এবং পরকালীন জীবন উপেক্ষিত। স্রেফ দুনিয়া উপার্জনই অধিকাংশ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। ফলে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকগুলির দ্বারাই শয়তানী প্ররোচনায় পৃথিবীতে অধিকাংশ অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। তাদের দ্বারা পিতা-মাতা ও সমাজের মুরব্বীরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এর বাস্তব প্রমাণ দেখা যায় গত ২২শে সেপ্টেম্বর '১৬ এর দৈনিক পত্রিকাগুলিতে চোখ বুলালেই।

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (এটি এম শামসুল হুদা)-এর ভাইয়ের ১৭ বছরের একমাত্র সন্তান মোটর সাইকেল থাকা সত্ত্বেও পুনরায় নতুন মডেলের মোটর সাইকেল পিতার কাছে দাবী করে। পিতা তৎক্ষণাৎ রাযী না হওয়ায় ঘরের মধ্যেই সে পিতার শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে কয়েক ঘণ্টা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর তার মৃত্যু হয়। সাথে মাও অগ্নিদগ্ধ হয়। কি অমানবিক! পরিবারটির অর্থ বিত্তের কোন অভাব নেই। তারা তাদের সন্তানকে খুবই আদর-যত্ন করে লালন-পালন করেছিলেন। কিন্তু কোন জিনিসটির অভাবে এই পরিবারের অবস্থা এমন হ'ল? নিশ্চয় তা হ'ল ইসলামী শিক্ষা। যে আদরের সন্তানটি তার পিতাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করল, তাকে কখনই শিখানো হয়নি আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করোনা এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না *(বনু ইসরাঈল ১৭/২৩)*।

তাদের শিখানো হয়নি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(ইবনু হিব্বান হা/৪২৯)*। 'পিতা হচ্ছেন জান্নাতের মধ্যম দরজা যা ভাঙলে জাহান্নামী হ'তে হবে' *(ফাতাওয়া শাবাকাতুল ইসলামিয়া ১০/১৪৭৯)*। 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত' *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*। কুরআন ও হাদীছের এই বাণীগুলি জানলে ঐ সন্তান কখনই তার পিতা-মাতার অবাধ্য হ'ত না।

ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার প্রথম বাণীই হ'ল 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে' *(আলাক্ব ৯৬/১-২)*। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই যা খালেক্ব-এর জ্ঞানদান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে তাহ'লে যে কোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার ধ্বংসের কারণ হবে *(তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) পৃঃ ৩৭৮)*।

ইসলামী শিক্ষা মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, মন ও মস্তিষ্ক সবকিছুকে আল্লাহ্র অনুগত বানায়। বৈষয়িক জীবনকে সে আলাদা মনে করে না এবং সার্বিক জীবনে সে আল্লাহ্র দাসত্ব করে। ফলে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ন্যায়ের পথে অটল থাকে। তাই দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলেই তা মানুষকে দু'জাহানের কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে।

আজকের শিশু-কিশোররাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। প্রত্যেক আদম সন্তানই ফিৎরাত তথা ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের স্বাভাবিক যোগ্যতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে *(বুখারী হা/১৩৮৫)*। তাদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে তারা পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করবে। ফলে সকলের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হবে। তাই সোনামণি! তোমরা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে পৃথিবীকে সুন্দরভাবে আবাদ কর। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

কুরআনের আলো

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত

(১) يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

(১) 'হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে শত্রুদের হামলা থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*।

(২) ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

(২) 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

(৩) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(৩) 'তুমি বল! ইহাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

(٤) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(৪) 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে সৎ কাজের আদেশ করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

(٥) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

(৫) 'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ'তে পারে, যে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৩-৩৪)*।

(٦) يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(৬) 'হে বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটি শ্রেষ্ঠতম কর্মের অন্তর্ভুক্ত' *(লোকমান ৩১/১৭)*।

হাদীছের আলো

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সঠিক পথের দাওয়াত দেয় তার জন্য ঐ পরিমাণ নেকী রয়েছে, যে পরিমাণ নেকী উক্ত দাওয়াতের অনুসারীগণ পাবে। কিন্তু তাদের নেকী বিন্দুমাত্র কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দাওয়াত দেয়, তার জন্য ঐ পরিমাণ পাপ রয়েছে যে পরিমাণ পাপ ঐ পথের অনুসারীগণ পাবে। কিন্তু তাদের পাপ বিন্দু মাত্র কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮)*।

(২) عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ

(২) জারীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (দাওয়াতের মাধ্যম) ইসলামে কোন উত্তম রীতি চালু করবে সে তার নেকী পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকী পাবে তাদের সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে। তবে তাদের কারো নেকী কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করবে, সে জন্য তার পাপ রয়েছে। আর ঐ মন্দ রীতি চালু করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে। তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০)*।

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের মৃত্যুর পর যে সব নেক আমলের নেকী মুমিনের নিকট পৌঁছবে তা হচ্ছে (১) ইলম, যা সে শিক্ষা করেছে এবং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার প্রসার করেছে (২) নেক সন্তান, যাকে পৃথিবীতে রেখে গেছে (৩) কুরআন, যা ওয়াকফ করে রেখে গেছে (৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) সরাইখানা, যা সে পথিকের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) খাল, যা সে খনন করে গেছে অথবা (৭) ছাদাক্বা, যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাবস্থায় করে গেছে' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫৪)*।

প্রবন্ধ

(১)
ভাল ছাত্র হওয়ার উপায় : বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি
(শেষ কিস্তি)

ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

ভাল ছাত্র হওয়ার জন্য আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া চাই :

আক্বীদা হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস জীবনের মৌলিক দিক। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও করুণা ব্যতীত কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। সেজন্য ছাত্রজীবনে অবশ্যই আক্বীদা তথা বিশ্বাসগত দিক খুবই স্বচ্ছ রাখতে হবে।

পরিশুদ্ধ আক্বীদা :

পরিশুদ্ধ আক্বীদা হল : যে আক্বীদা ব্যক্তিকে শিরকী ও কুফরী হ'তে দূরে রাখে। যার ফলে ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। এমন ব্যক্তি আন্তরিক প্রশান্তিতে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। আর মানসিক প্রশান্তি ছাড়া কখনও ভাল কিছু করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا 'সুতরাং যে (পরকালে) তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ প্রত্যাশী সে যেন সৎ আমল করে এবং তার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*।

পরিশুদ্ধ আক্বীদার কিছু নমুনা :

(ক) আল্লাহ আরশে সমুন্নীত। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান সত্তা নন। আল্লাহ বলেন, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'রহমান যিনি আরশে সমুন্নীত' *(ত্ব-হা ৫৫/৫)*।

(খ) আল্লাহই শুধু গায়েবের খবর রাখেন। অন্য কেউ এ খবর রাখেন না। আল্লাহ বলেন, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا 'তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না' *(জিন ৭২/২৬)*।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে মাটির মানুষ মনে করা। অথচ অসংখ্য মানুষ তাঁকে নূরের তৈরী বলে মনে করে। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ 'বল আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহি করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক' *(কাহফ ১৮/১১০)*।

(ঘ) আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব আকার আছে যা কারো সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়। তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন *(শূরা ৪২/১১)*।

ত্রুটিপূর্ণ আক্বীদা :

(ক) ছাত্রজীবনে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গণক বা ফকীরের নিকট হ'তে ঝাড়-ফুঁক নেওয়া।

(খ) লেখাপড়ায় ভাল ফল লাভের জন্য কবিরাজ বা গণক হ'তে তাবীয বা তাবীয জাতীয় কোনকিছু গলায়, বাহু বা কোমরে বাঁধা অথবা গোশতের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা। এগুলি প্রকাশ্য শিরক, যা ইহকাল ও পরকাল ধ্বংসকারী। প্রত্যেক মুসলিমের শিরক মুক্ত থাকা অপরিহার্য।

(গ) কোন পীরের নিকটে গিয়ে নযরানার বিনিময়ে তার নিকট হ'তে দো'আ নেওয়া।

(ঘ) কোন কবর বা মাযারে গিয়ে কিছু হাদিয়া পেশ করা এবং মৃত ব্যক্তি হ'তে সমস্যার সমাধান বা পরীক্ষায় ভাল ফল লাভের প্রত্যাশা করা।

(ঙ) কোন গণকের নিকটে গিয়ে নিজের জীবনের ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত হওয়া যা একেবারেই হারাম। কেননা যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট যাবে, তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল করা হবেনা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

(চ) আল্লাহকে নিরাকার মনে করা।

(ছ) নবীকে নূরের তৈরী মনে করা।

(জ) আল্লাহ ও নবীকে একই সত্তা মনে করা।

(ঝ) সকল সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্র অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা।

এধরণের আরো বহু আক্বীদাগত বিষয় আছে যা থেকে প্রত্যেক মুমিন ছাত্রকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন 'হাকীম হইয়া হুকুম করে, পুলিশ হইয়া ধরে, সর্প হইয়া দংশন করে, ওঝা হইয়া ঝাড়ে'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হুকুম দাতা, তিনিই পুলিশ এবং তিনিই স্বর্প আবার তিনিই ওঝা। এমন ধারণা স্পষ্ট শিরক।

পাপকর্ম এড়িয়ে চলা :

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাপী ও অপরাধী তার অপরাধ জনিত কারণে সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। তার মন-মস্তিষ্ক কখনও স্বচ্ছ থাকেনা। সর্বদা মানসিক অস্থিরতা বিরাজ করে তার মাঝে। অথচ ছাত্রজীবনে দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে হবে। নতুবা লেখা-পড়ায় মনোযোগী হওয়া যাবে না। এবং ছাত্রজীবনে ভাল কিছু করাও যাবেনা। ইমান শাফেঈ (রহঃ) তাঁর শিক্ষক ওয়াকী' (রঃ) কে তার মুখস্থের দুর্বলতার কারণ জানতে চাইলে ওয়াকী' (রহঃ) তাঁকে বললেন, 'পাপ কর্ম হ'তে বিরত থাক। কারণ ইলম হ'ল আল্লাহ্র নূর, তিনি তা কোন পাপীকে দান করেন না'। সুতরাং ভাল ছাত্র হওয়ার আন্তরিক প্রত্যাশীদেরকে পাপকর্ম হ'তে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আর পাপকর্ম হ'তে বিরত থাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয় ছালাত মুমিনকে নির্লজ্জ ও অপসন্দনীয় কাজসমূহ হ'তে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*।

নেশাজাত দ্রব্য এড়িয়ে চলা :

নেশাজাত দ্রব্য সেবন মানুষকে পশুত্বে নামিয়ে দেয়, ধ্বংস করে তার ভবিষ্যৎ জীবন। সুতরাং ছাত্রজীবনে সর্ব প্রকার নেশাজাত দ্রব্য অবশ্যই বর্জন করে চলতে হবে।

সুশৃংখল হওয়া :

সুশৃংখল জীবন-যাপন ছাত্রজীবনের একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। ভাল ছাত্র বলতেই সুশৃংখল জীবন-যাপনকারী। পক্ষান্তরে যারা জীবনে অনিয়ম ও বিশৃংখল হয়ে চলে তারা কখনো নিয়মের মধ্যে চলতে পারে না এবং ভাল ছাত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। ফলে তারা কর্ম জীবনেও ফলপ্রসূ কিছু করতে পারে না। ছাত্রজীবনে সদা-সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে যেন নিজের জীবন বিশৃংখল হয়ে না পড়ে। সুশৃংখল জীবনের দু'টি মৌলিক সুবিধা :

ক. মন-মানসিকতা স্থির থাকবে। যা ছাত্রজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

খ. সুশৃংখল জীবনে অধ্যয়নের জন্য সময়-সুযোগ পাওয়া যায় বেশী।

ছাত্রজীবনে রুটিন মাফিক চলা :

জীবনের প্রত্যেকটা কাজকে নির্ধারিত সময়ের আওতায় নিয়ে আসাকে রুটিন বলা

হয়। প্রতিটি মানুষের জীবনে রুটিন মান্য করা উচিত। কেননা, রুটিন মাফিক চললে প্রতিটি কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। রুটিন মাফিক চললে জীবনের সাথে জড়িত কাজগুলি যেমন সুন্দর সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়। তেমনি কাজগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ করা সম্ভব হয়। ফলে প্রতিটি কাজে সফলতা আসে। সঙ্গত কারণেই প্রতিটি মানুষের জীবনে রুটিনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে ভাল ছাত্রের জীবনে রুটিনের বিকল্প নেই। তবে রুটিন তৈরীর পূর্বে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে পরিকল্পনা করে রুটিন তৈরী করতে হবে।

ছাত্রজীবনে রুটিন দুই প্রকার হয়ে থাকে :

(ক) ছাত্রের প্রতিদিনের জন্য রুটিন। যা তার জীবনের সাথে জড়িত সকল কর্ম-কাণ্ডের রুটিন। যেমন- সে কখন ঘুমাবে, জাগবে ও খাবে ইত্যাদি। লেখাপড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট যে রুটিন। অর্থাৎ একটি সঠিক কর্মের রুটিন, অপরটি নিছক লেখাপড়ার রুটিন। ছাত্রজীবনে দুই রুটিনেরই গুরুত্ব রয়েছে।

রুটিনের নমুনা :

সকাল ৫টায় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া। পবিত্রতা অর্জনের কাজ সেরে ফজরের ছালাত আদায় করে কিছু সময় কুরআন তেলাওয়াত করা। বিশুদ্ধ স্বাভাবিক ঠাণ্ডা পানি পান করে সুস্বাস্থ্যের জন্য মুক্ত আবহাওয়ায় কিছু সময় হাঁটা। ফিরে এসে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে পড়তে বসা। পরে গোসল করে নাশতা গ্রহণ করে সময় থাকলে আবারও পড়তে বসা। তারপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া। সেখানে যোহরের সময় হয়ে গেলে ছালাত আদায় করা, নতুবা বাড়ী ফিরে এসে তা আদায় করা। দুপুরের খাবার গ্রহণ করে হালকা আরাম করা। তারপর সময় থাকলে ওযূ করে পড়তে বসা। নতুবা আছরের ছালাত আদায় করে ঠাণ্ডা পানি পান করে পড়তে বসা। সূর্যাস্ত যাওয়ার ১ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত লেখাপড়া করা। তারপর খেলাধুলা বা বিনোদন মূলক কাজে সময় কাটানো। মাগরিবের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে পড়তে বসা। এশার আযান পর্যন্ত লেখাপড়া করা। জামা'আতের সাথে এশার ছালাত আদায়ের পর রাতের খাবার গ্রহণ করা। এরপর ১১টা পর্যন্ত লেখাপাড়া করা। তারপর ওযূ করে দো'আ পাঠ করে ঘুমানো, আবার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দো'আ পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ছাত্রজীবন হ'তেই সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ; যা আল্লাহ প্রদত্ত। এ আদর্শেই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি এবং জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সফলতা রয়েছে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা উচিত :

ক. মহান ব্যক্তির আদর্শে নিজেকে গড়ে তোলা।

খ. শিক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে ভদ্র, নম্র, মার্জিত, বিশ্বস্ত, বিনয়ী ও ধৈর্যশীল হওয়া।

গ. বৈষয়িক জ্ঞানের সাথে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অহির জ্ঞান অর্জন করা।

কিছু আদর্শের নমুনা :

(১) কোন প্রতিশ্রুতি প্রদানের পূর্বে إِنْ شَاءَ اللهُ পাঠ করা।

(২) শুভ কাজের শুরুতে بِسْمِ اللهِ পাঠ করা এবং কাজের শেষে الْحَمْدُ لِلّٰهِ পাঠ করা।

(৩) ঘুমানোর পূর্বে দো'আ পাঠ কারা ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।

(৪) ঘুম থেকে জেগে দো'আ পাঠ করা।

(৫) বাথরুমে যাওয়ার পূর্বে দো'আ পাঠ করা।

(৬) খাওয়ার শেষে হাত ধোয়ার পূর্বে প্লেট ও আঙ্গুল চেটে খাওয়া। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলেছে যে, চেটে খাওয়ার সময় যে লালা টুকু জিহ্বা ও দাঁতের মাড়ি হ'তে বের হয়ে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে পেটের ভিতরে প্রবেশ করে, তা হজমে সাহায্য করে। জিহ্বা বা মাড়ি হ'তে যে লালা বের হয় তা এক প্রকার এসিড, খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করাই যার কাজ।

(৭) ছালাত বা ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা। আবার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে, মিসওয়াকসহ ওযূ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি যদি উম্মতের প্রতি কষ্টকর মনে না করতাম তাহ'লে প্রতি ছালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯০)*।

(৮) পানাহারের সময় বসে খাদ্য গ্রহণ করা।

(৯) সর্বদা ডান হাত দিয়ে পানাহার করা। কারণ, শয়তান বাম হাতে পানাহার করে। আর বাম হাতে পানাহার করলে শয়তানের আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা কখনো শয়তানের আনুগত্য করতে পারে না।

উপসংহার : ছাত্রজীবন ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এ সময় উত্তম পদ্ধতিতে লেখাপড়া করলে পরবর্তী জীবনে তার সুফল পাওয়া যাবে। তাই ভাল ছাত্র হওয়ার পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক জীবন গঠন করা প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্যই কর্তব্য।

(২)
নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

ভূমিকা :
একজন সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তি পৃথিবীতে সর্বোত্তম। চরিত্রের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। মানব জীবনের জন্য চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চরিত্র অর্থ-সম্পদ দিয়ে ক্রয় করার মত কোন বস্তু নয়। বরং তা জীবনে চলার পথে দিনের পর দিন সাধনার মাধ্যমে তিলে তিলে অর্জন করতে হয়। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-গুরুজন ও পরিচিত জনদের মাধ্যমে তা নির্ণীত হয়। তাদের সাথে চলাফেরা, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা, ভালবাসা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্যশীলতার মত নানাবিধ কাজের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিচার-বিশ্লেষণে একজন ব্যক্তি সচ্চরিত্রবান হিসাবে চিহ্নিত হন। 'চরিত্রবান' নামক সনদটি নিতে তাকে অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়। অনেক দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা নীরবে সইতে হয়। বহু দিনের সাধনালব্ধ এই সনদটি আবার সামান্য ত্রুটির জন্য নিমেষেই চুরমার হয়ে যায়। দেখা যায়, কোন ব্যক্তি চরিত্রবান উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, ক'দিন পর স্বীয় প্রবৃত্তি বা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কোন হীন কর্মে লিপ্ত হয়ে মুহূর্তেই চরিত্রহীন বলে আখ্যায়িত হন। এক্ষণে আমরা 'নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি' শিরোনামের উপর আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সৎ ও চরিত্রের শাব্দিক পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : সৎ শব্দের অর্থ- ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতা ইত্যাদি *(বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪২০/জানুয়ারী ২০১৪ পৃঃ ১১০৯)*। চরিত্র শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হ'ল আখলাক্ব (أَخْلاَق) এটি বহুবচন একবচনে خلق অর্থ চরিত্র, স্বভাব, শিষ্টাচার, নৈতিকতা, সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি *(আল-মু'জামুল ওয়াফী, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, ১১তম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১২ পৃঃ ৫৫)*।

চরিত্রের পারিভাষিক সংজ্ঞা :

আল্লামা জুরজানী (রহঃ) তাঁর কিতাবুত তা'রীফাত নামক গ্রন্থে আখলাক্বে হাসানার সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'খুলুক বা চরিত্র হচ্ছে আত্মার বদ্ধমূল এমন একটি অবস্থা, যা থেকে কোন চিন্তা-ভাবনা ব্যতীতই অনায়াসে যাবতীয় কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। আত্মার ঐ অবস্থা থেকে যদি বিবেক-বুদ্ধি ও শরী'আতের আলোকে প্রশংসনীয় কার্যকলাপ প্রকাশ হয় তবে তাকে আখলাক্বে হাসানা নামে অভিহিত করা হয় *(শরীফ আলী বিন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ১০১)*। Oxford dictionary তে বলা হয়েছে, 'Character is the particular combination of qualities in a person that makes him different from other. It is such a quality which leads a man to determined and able to bear dificulties.

ব্যবহারিক অর্থে : মাতা-পিতা, শিক্ষক-মুরব্বী ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতাবোধ, নিয়মিত ছালাত আদায়, সত্যবাদিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ওয়াদা পালন, আমানত রক্ষা, বিনয়-নম্রতা, ভদ্রতা, সৎ সাহস, বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, পরোপকার ইত্যাদি গুণাবলীর সমন্বিত রূপই সচ্চরিত্র। মোট কথা, চরিত্র হচ্ছে আচরণগত রীতির সমষ্টি, যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করে তোলে। আর এই চিন্তা ও আচরণের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সুন্দর ও কল্যাণকর চরিত্রের অনুসরণ করা প্রত্যেকের উচিত।

চরিত্রের প্রকারভেদ :

চরিত্র দু'প্রকার : ১. আখলাক্বে হাসানা বা সচ্চরিত্র ২. আখলাক্বে সাইয়েয়াহ বা মন্দ চরিত্র *[সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬) পৃঃ ৭১৫]*। আল্লামা জুরজানী বলেন, স্বভাবগত উত্তম ও প্রশংসনীয় কর্ম সমষ্টির নাম আখলাক্বে হাসানা। আর স্বভাবগত মন্দ কর্ম সমষ্টির নাম আখলাক্বে সাইয়েয়াহ *(আল-আখলাকুল ফাযেলা পৃঃ ৩১)*।

সচ্চরিত্রের গুরুত্ব :

ইনজেকশনের মাধ্যমে ঔষধ প্রয়োগ করলে যেমন তা সহজেই শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে যায়, তেমন আখলাক নামক সজীব বৃক্ষটির মযবূত পরশে মানব জীবনের প্রতিটি স্তর হয়ে ওঠে ক্লেশমুক্ত নির্ঝঞ্ঝাট ও পরিচ্ছন্ন। তাই উভয় জাহানে সফলতা লাভের মানদণ্ড নিরূপণ করা হয়েছে সচ্চরিত্রকে। চরিত্রবান মানুষকে সর্বোত্তম মানুষ হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর সর্বোত্তম আদর্শের নমুনা রয়েছে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর জীবনে। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; বুখারী হা/৩৫৫৯)*। তিনি বলেছেন, পুণ্য হ'ল উত্তম স্বভাব বা চরিত্র *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয় যার বয়স বেশী ও চরিত্র সর্বোত্তম *(মুসলিম, মিশকাত হ/৫০৭৪)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের মধ্যে আমার নিকট প্রিয় সেই ব্যক্তি যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০৭৫)*।

সচ্চরিত্রের ফযীলত :

উত্তম চরিত্রের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে রাত্রিতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়কারী ও দিনে ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে *(আবু দাঊদ হা/৪৭৯৮, মিশকাত হা/৫০৮২)*। একজন মুসলিম ব্যক্তি নেক আমলের দ্বারা তার মীযানের পাল্লা ভারী করতে পারেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে মুমিনের উত্তম চরিত্র' *(তিরমিযী হা/২০০২, সনদ সহীহ)*। তিনি আরো বলেন, 'উত্তম চরিত্র থেকে মীযানে অধিক উত্তম কোন আমল নেই' *(আবু দাঊদ হা/৪১৯৯)*।

জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম :

ইসলামে জান্নাত লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম হ'ল উত্তম চরিত্র। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন আমল মানুষকে অধিক হারে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারে? উত্তরে তিনি বলেন, 'উত্তম চরিত্রের দ্বারা মানুষ অধিক হারে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে' *(আহমাদ হা/৭৫৬৬)*। এ পৃথিবীতে একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি বলেন, 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৭, সনদ হাসান)*।

নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার রূপরেখা :

১. শৈশবে চরিত্র গঠন :

মানুষকে চরিত্রবান হ'তে হ'লে শৈশব হ'তে চেষ্টা করতে হবে। তা হ'লে উক্ত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। 'সোনামণি' সংগঠন শিশু-কিশোরদের সার্বিক জীবন সুন্দর করে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। শিশু চরিত্র নির্মল ও সুন্দর করার বাস্তব পদক্ষেপও 'সোনামণি' সংগঠনের অন্যতম কার্যক্রম। এছাড়া নৈতিক চরিত্র গঠনে এটি একটি অতুল্য প্লাটফরম। একে পরশ পাথর বললেও অত্যুক্তি হবে না।

২. সৎ ও চরিত্রবান বন্ধু গ্রহণ করা :

সৎ ও চরিত্রবান মুসলমানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে *(নিসা ৪/১৪৪)*। কেননা কথায় আছে 'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০১৯)*।

৩. অসৎ চরিত্রের বন্ধু ত্যাগ করা :

কাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না সে বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। ভাল বন্ধু ও অসৎ বন্ধু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎ সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কস্তুরি বিক্রেতা ও কামারের হাপরে ফুঁকদানকারীর মত *(বুখারী হা/৫৫৩৪)*।

সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা :

ধরাপৃষ্ঠে মানুষ যখন সচ্চরিত্রের মত মহৎ গুণ অর্জনে সক্ষম হবে তখন শান্তির সুবাতাস সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রবাহিত হবে। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমরা সচ্চরিত্রের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। তাই মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত উর্দু কবি আল্লামা ইকবাল আক্ষেপ করে বলেন, 'মানুষ সূর্যের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে চাঁদের রাজ্যে। অথচ সে এই পৃথিবীতে মানুষের মত হয়ে চলতে পারে না' *[মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, অনুবাদ : মুহাম্মাদ যইনুল আবেদীন, প্রবন্ধ : একটি আদর্শ সমাজের সন্ধানে, মাসিক অগ্রপথিক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭) ঈদ-ই মিলাদুন্নবী সংখ্যা, পৃঃ ২৮১]*।

৪. সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে ওঠা ও সোনামণি সংগঠন :

একজন মানুষকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলায় 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ বর্তমান আদর্শিক দুর্ভিক্ষের যুগে একজন মানুষকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে ওঠা সময়ের একান্ত দাবী। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, আত্ম-অহংকার, যুলুম-নির্যাতন, গীবত-তোহমত প্রভৃতিতে সমাজ আজ অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়েছে। আর এই দুর্গন্ধযুক্ত সমাজকে সুখ ও শান্তিতে ভরে দিতে হ'লে ইসলামী আদর্শ তথা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দি গবিজয়ী আদর্শের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তা হ'লেই সমাজে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে ইনশাআল্লাহ। এখানেই মূলত : 'সোনামণি' সংগঠনের মৌলিক স্বাতন্ত্রবোধ লুক্কায়িত আছে।

উপসংহার :

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিই হ'ল চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি। মহানবী (ছাঃ)- উত্তম আদর্শ ও চরিত্র বলে তমসাচ্ছন্ন জাহেলী যুগে মনুষত্ব্য বিকিয়ে পশুত্ববরণ কারী মানুষগুলিকে হীরার টুকরায় পরিণত করেছিলেন। ঘোর অন্ধকার দূর করেছিলেন ইসলামী আদর্শের কেতন উড়িয়ে। শত-সহস্র বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন চূড়ান্ত লক্ষ্য পানে। কালজয়ী আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন নিবেদিত প্রাণ এক ঝাঁক মুসলিম সৈন্য বাহিনী। বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলেন, দ্রুত গতিতে মানুষগুলোর পরিবর্তন দেখিয়ে। আর জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন অকল্পনীয় এক আদর্শ সমাজ। তিনি এত সবকিছু করেছিলেন আদর্শ ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের মাধ্যমেই। তাঁর অনুসরণ করেই ছাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাই তো কবি বলেন,

'মানুষ মানুষের কাছে
অচেনা হয়ে আসে
চরিত্রের গুণে মানুষ
সবার চোখে ভাসে'।

(৩)
আল-কুরআন : বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণার উৎস

শামসুযযামান, নবম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ভূমিকা :

মানুষ যখন চরম অজ্ঞতা ও বর্বরতার তিমিরে নিমজ্জিত ছিল, তখন পথহারা মানুষকে আলোর পথে বের করে আনার মহান লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর ওপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেন। এর অনুসরণেই রয়েছে মানবজাতির জন্য ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। আল-কুরআনে বর্ণিত নির্দেশাবলীর যথাযথ বাস্তবায়নই পারে পৃথিবীতে অনাবিল শান্তির ফল্গুধারা বইয়ে দিতে। ফলে সুখহীন পৃথিবী পরিণত হ'তে পারে সুখ সমৃদ্ধির ঈর্ষণীয় নীড়ে।

মানবতার কল্যাণে আল-কুরআন :

আল-কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ। কিসে মানবজাতির কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ এটাই হ'ল আল-কুরআনের সকল আলোচনার মূল বিষয়। আল-কুরআনে এসেছে, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম জাতি মানবতার কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা (মানুষকে) সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আস *(ইবরাহীম ১৪/১)*।

সকল সমস্যার সমাধান প্রদানকারী :

মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সহ সকল দিক ও বিভাগ বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআনে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এতে। আল্লাহ বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 'আমরা কোন কিছুই কিতাবে বাকি রাখিনি' *(আন'আম ৬/৩৮)*।

ন্যায় ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআন :

আল-কুরআন সকল মানুষের সাথে ন্যায়নীতি ও ইনছাফ পূর্ণ আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তোষের জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকো। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনও সুবিচারের ক্ষেত্রে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর এটা তাকওয়ার নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআন :

বিশ্বে সার্বিক বিষয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই আল-কুরআনের অন্যতম লক্ষ্য। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ 'আর আল্লাহ শান্তির গৃহের প্রতি আহ্বান করেন' *(ইউনুস ১০/২৫)*। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালেও যদি শত্রুপক্ষ সন্ধির প্রস্তাব দেয়, শান্তির স্বার্থে তখনও সন্ধি করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তারা যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয় তাহ'লে আপনিও তার জন্য এগিয়ে যান' *(আনফাল ৮/৬১)*। আল্লাহ

তা'আলা শান্তি কামনার মাধ্যমেই মুসলিমদের অভিবাদন রীতির প্রচলন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আর যখন মুমিনগণ তোমার কাছে আসবে তখন বল! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক' *(আন'আম ৬/৫৪)*।

মৌলিক মানবিক দুর্বলতা অপনোদনে আল-কুরআন :

ভাল এবং মন্দ দু'টি প্রবণতাই মানুষের মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান। দুর্বলতাগুলোকে যে ব্যক্তি কাটিয়ে উঠতে পারে সেই প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে ওঠে। আল-কুরআন মানবিক দুর্বলাতগুলিকে চিহ্নিত করে তার অপনোদনে চমৎকার ভূমিকা রেখেছে। যেমন আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনগণ তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ। কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। কারো গীবত করো না, এটা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার নামান্তর' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

ভাতৃত্বের শিক্ষায় আল কুরআন :

সামাজিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি স্থাপনের পদক্ষেপ হিসাবে আল-কুরআন মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক ভাতৃত্বের সম্পর্কের ঘোষণা করেছে। আল-কুরআনে এসেছে, 'নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মধ্যে সংশোধন করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও' (হুজুরাত ৪৯/১০)।

উপসংহার :

তাই সোনমণি! তোমরা আল-কুরআনের শিক্ষা সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নের জন্য অনুধাবনসহ কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং সার্বিক ক্ষেত্রে শান্তিময় জীবন যাপনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

হাদীছের গল্প

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

ওবায়দুর রহমান
সহ-পরিচালক, সোনামণি
যশোর সাংগঠনিক যেলা।

উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্য থেকে সর্ব প্রথম এক দল বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিম্নে তাদের বর্ণনা দেওয়া হ'ল। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐসব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা রাখে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৯৫)*।

হুসায়েন ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমানের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, গতকাল রাতে যে তারকাটি বিচ্যুত হয়েছিল তা তোমরা কেউ দেখেছ কি? আমি বললাম, আমি দেখেছি। অবশ্য আমি রাতের ছালাতরত ছিলাম না। আমাকে কিছু দংশন করেছিল। সাঈদ বললেন, দংশন করার পরে তুমি কি করেছিলে? আমি বললাম ঝাড়-ফুঁক করেছি। তিনি বললেন, তোমাকে এই ঝাড়-ফুঁক গ্রহণে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? আমি

বললাম সেই হাদীছ যা আমি শা'বী থেকে শুনেছি। তিনি বললেন, শা'বী কী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আমি বললাম, শা'বী বুরায়দা ইবনে হুসায়েন আল-আসলামী (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুদৃষ্টি বা বিচ্ছু দংশন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য বিষয়ে ঝাড়-ফুঁক করা উচিত নয়। তিনি বললেন, ভাল বলেছেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) নবী করীম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, স্বপ্নে আমার সামনে সকল উম্মতকে উপস্থিত করা হয়, তখন কোন কোন নবীকে দেখলাম যে, তার সঙ্গে ছোট একটি দল রয়েছে। আর কাউকে দেখলাম, তার সঙ্গে একজন কিংবা দু'জন। আবার কেউ এমনও ছিলেন যে, তার সাথে কেউ নেই। হঠাৎ আমার সামনে এক বিরাট দল দেখা গেল। মনে হ'ল এরা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হ'ল এরা হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মত। আপনি উপর দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন। আমি ওদিকে তাকালাম, দেখি বিরাট এক দল। আবার বলা হ'ল, আপনি উপর দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন। আমি ওদিকে তাকালাম এক বিরাট দল। বলা হ'ল, এরা আপনার উম্মত। এদের মধ্যে সত্তর হাযার এমন লোক আছে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আর উপস্থিত ছাহাবীগণ তখন এই হিসাবে জান্নাতীগণ কারা হবেন, এই নিয়ে বিতর্ক শুরু করলেন। কেউ বললেন, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর ছাহাবী; কেউ বললেন, তারা সেসব লোক যারা ইসলামের সঙ্গে কোন প্রকার শিরক করেনি। এসব বিতর্ক শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, তোমরা কী নিয়ে বিতর্ক করছ? সবাই বিষয় খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, যারা ঝাড়-ফুঁক করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না, এবং যারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা রাখে। তখন উককাশা ইবনে মিহসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দো'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তাদেরই একজন থাকবে। তারপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্য দো'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, এই সুযোগ লাভে উককাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম হা/৫৪৯; মিশকাত হা/৫২৯৬)*।

শিক্ষা :

১. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে।

২. ঝাড়-ফুঁকের নামে শিরকী কাজে জড়িত হওয়া যাবে না।

৩. তাবীয, বালা, সুতা ইত্যাদি রোগমুক্তির জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৪. সর্বদা সকল কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে।

এসো দো'আ শিখি

১. শুভ কাজের শুরুতে : (ক) খানাপিনা সহ সকল শুভ কাজের শুরুতে বলবে- بِسْمِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হ'* (আল্লাহ্র নামে শুরু করছি)। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*। **(খ)** শেষে বলবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য)। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৯)*।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা *বিসমিল্লাহ* বল, যখন তোমরা দরজা-জানালা বন্ধ কর অথবা কোন খাদ্য ও পানীয়ের পাত্রে ঢাকনা দাও। যদি ঢাকনা দেওয়ার কিছু না পাও, তাহ'লে পাত্রের উপর কোন কাঠি বা কাষ্ঠখণ্ড রেখে দাও। যার ফলে তা অনিষ্ট হ'তে নিরাপদ থাকবে। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৯৪-৯৬)*।

উল্লেখ্য যে, কোন অন্যায় কাজের শুরুতে ও শেষে *'বিসমিল্লাহ'* ও *'আলহামদু লিল্লা-হ'* বলা যাবে না বা আল্লাহ্র সাহায্য চাওয়া যাবে না। কেননা এগুলি শয়তানের কাজ। আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ কেবল ন্যায় ও সৎ কাজের সাথে থাকে।

২. (ক) মঙ্গলজনক কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* **(খ)** পসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ *'আলহামদুলিল্লা-হিলাযী বিনি'মাতিহি তাতিম্মুছ ছা-লিহা-ত'* (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যার অনুগ্রহে সকল শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে)। **(গ)** অপসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ *'আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লে হা-ল'* (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা)। *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩)*। **(ঘ)** বিস্ময়কর কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, سُبْحَانَ اللهِ *'সুবহা-নাল্লা-হ'* (মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ!)। **অথবা** বলবে, اَللهُ أَكْبَرُ *'আল্লা-হু আকবার'* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)। *(বুখারী হা/৬২১৮-১৯)*। **(ঙ)** ভয়ের কারণ ঘটলে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)। *(বুখারী হা/৩৫৯৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ *'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হ'* এ দু'টি বাক্য আসমান ও যমীনের মধ্যের ফাঁকা স্থানকে ছওয়াবে পূর্ণ করে দেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* মীযানের পাল্লাকে ছওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেয়। *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)*।

৩. দুঃখজনক কিছু দেখলে, ঘটলে বা শুনলে বলবে, **(ক)** إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ *'ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন'* (আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী)।

(খ) অতঃপর নিজের ব্যাপারে হ'লে বলবে,

اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا- *'আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফলী খায়রাম মিনহা'* (হে আল্লাহ! এই বিপদে তুমি আমাকে আশ্রয় দাও

এবং আমাকে এর উত্তম বিনিময় দান কর)। *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮)*। যদি বিপদ সর্বাত্মক হয়, তাহ'লে 'নী' (نِىْ)-এর স্থলে 'না' (نَا) বলবে।

৪. হাঁচি বিষয়ে :

(ক) হাঁচি দিলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* (আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা)। **অথবা** বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *'আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন'* (বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা)। *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭৪১)*। **অথবা** বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ *'আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা কুলে হা-ল'* (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা)। *(তিরমিযী, দারেমী, হাকেম, মিশকাত হা/৪৭৩৯)*।

(খ) হাঁচির জবাবে বলবে, يَرْحَمُكَ اللّٰهُ *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন)।

(গ) হাঁচির জবাব শুনে বলবে, يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *'ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম'* (আল্লাহ আপনাকে (বা আপনাদেরকে) হেদায়াত করুন এবং আপনার (বা আপনাদের) সংশোধন করুন)। *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩)*। **অথবা** বলবে, يَغْفِرُ اللّٰهُ لِىْ وَلَكُمْ *'ইয়াগফিরুল্লা-হু লী ওয়া লাকুম'* (আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে (বা আপনাদেরকে) ক্ষমা করুন)। *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭৪১)*। **(ঘ)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি কেউ হাঁচির পরে *'আলহামদুলিল্লা-হ'* না বলে, তাহ'লে তুমি তাকে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বলো না। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৫)*।

(ঙ) যদি কোন অমুসলিম হাঁচি দেয়, তখন কোন মুসলিম তাকে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বলবে না। কেবল তাকে *'ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম'* বলবে। *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭৪০)*।

(চ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ হাঁচি পসন্দ করেন এবং হাই তোলা অপসন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং *'আলহামদুলিল্লা-হ'* বলে, তখন যে মুসলিম তা শুনে, তার উপরে কর্তব্য হয়ে যায় ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বলে দো'আ করা। তিনি বলেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন সে যেন সাধ্যপক্ষে তা চাপা দেয়। কেননা তোমাদের কেউ হাই তুললে ও 'হা' করে মুখ খুলে শব্দ করলে শয়তান হাসে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩২)*। তিনি একথাও বলেছেন যে, তোমাদের যখন হাই আসে, তখন মুখে হাত দিয়ে তা চেপে রাখবে। নইলে শয়তান সেখানে ঢুকে পড়বে। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৭)*। উল্লেখ্য যে, এ সময় 'লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' বলার কোন প্রমাণ নেই।

(ছ) ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে *'আলহামদুলিল্লা-হ'* বলা যাবে। কিন্তু তার জওয়াবে মুখে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বলা যাবে না। *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৯৯২; মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

**(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) শীর্ষক গ্রন্থ, *পৃঃ ২৭০-২৭৩)*।

সোনামণি সংলাপ

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

শিরোনাম : জঙ্গীবাদ ও ইসলাম

(১ম দৃশ্য)

জঙ্গীবাদী বক্তা : আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। বন্ধুগণ! আজ আমি আপনাদের কাছে জিহাদের দাওয়াত দিব। যা থেকে অধিকাংশ মুসলমান ও আমাদের সরকার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেন, আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম, বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম। (১) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ 'যারা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বিচার বা শাসন করে না তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৫/৪৪)*। তিনি আরো বলেন, (২) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ 'অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিক্রান্ত হ'লে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক' *(তওবা ৯/৫)*। তিনি আরো বলেন, (৩) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 'তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তর কোনরূপ দ্বিধা না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। (৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি লোকদের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল' *(বুখারী হা/২৫, মিশকাত হা/১২)*। এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'উক্বাতিলান্নাস' অর্থাৎ 'মানব সমাজের সাথে যুদ্ধ করার জন্য'। তিনি যেহেতু শেষনবী, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই, অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে'। সুতরাং যারা রাসূলের আদেশ মানে না, তারা ইসলামের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে। মুখে তারা যত দাবীই করুক না কেন। তাই আমাদের জান্নাত পাওয়ার জন্য জীবন দিয়ে হ'লেও জিহাদ করতে হবে। জিহাদ, জিহাদ, জিহাদ...

(বক্তব্য শোনার পর)

[রফীক : আমি তো জীবনে ভুল পথে চলে অনেক অন্যায় করেছি। এখন অতি শীঘ্রই জান্নাত পেতে হ'লে জিহাদ করে আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিতে হবে। (এ বলে উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীছ বার বার পড়তে ও মুখস্থ করতে লাগল।)]

শফীক : ওহে রফীক! একাকী বসে বারবার কী পড়ছ ও চিন্তা করছ?

রফীক : শোন শফীক! গতকাল একজন বক্তা জিহাদের মাধ্যমে সহজে জান্নাত লাভের উপায় বলে দিয়েছেন। তাই এদেশে যারা বিভিন্ন অন্যায় কাজে জড়িত ও আল্লাহ্র বিধান মান্য করে না তাদের হত্যার মাধ্যমে জান্নাত পেতে হবে।

শফীক : তাহ'লে তুমি তো ঠিকই বলেছ। আমি তো এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করিনি।

শাহীন : তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছ? মনে হয় গত দিনের বক্তব্য শুনে জিহাদ নিয়ে। বুঝেছি, হ্যাঁ, তাহ'লে আমিও তোমাদের সাথে এপথে প্রস্তুত। (চলো আমরা আমাদের মিশন নিয়ে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাই)

(২য় দৃশ্য)

(সাপ্তাহিক সোনামণি বৈঠক)

হাসান : (আযান ও ছালাতের পর) আজ আমাদের সাপ্তাহিক সোনামণি বৈঠকে আলোচনা নিয়ে আসছেন পরিচালক ভাইয়া।

পরিচালক : আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আলহামদু লিল্লাহি ওয়াহদাহ ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু 'আলা মাল্লা নাবিইয়া বা'দাহ। তোমরা সোনামণি। সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র হ'ল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নম্র-ভদ্র ব্যবহার, উত্তম আচরণ ও ক্ষমার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ক্ষমাশীলতা ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই বিভিন্ন গোত্র নেতা ও রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। ইসলাম শান্তি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম। অন্যায়ভাবে হত্যা, মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইসলাম পসন্দ করে না। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

প্রিয় সোনামণিরা! তোমরা কি বিষয়টি বুঝেছ? তোমাদের কারো কোন প্রশ্ন থাকলে এখন বল।

জাহিদ : ভাইয়া, আমার একটা প্রশ্ন আছে?

পরিচালক : বলো শুনি!

জাহিদ : জিহাদের অর্থ কী?

পরিচালক : জিহাদ অর্থ আল্লাহ্র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

জাহিদ : ভাইয়া! জিহাদের নামে বর্তমানে বিভিন্নভাবে মানুষ হত্যা চলছে। তা কি ঠিক?

পরিচালক : নাঊযুবিল্লাহ। জিহাদের নামে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হারাম। হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম। তাই এ থেকে অবশ্যই সকলকে বিরত থাকতে হবে। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যার প্রণীত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই থেকে বলছি। বইটি নিশ্চয়ই তোমরাও পড়েছ। (১) আচ্ছা তোমাদের কেউ কি সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াতের ব্যাখ্যা বলতে পারবে?

হাবীব : ইনশাআল্লাহ আমি পারব। উক্ত বইয়ের ৬২ পৃষ্ঠায় আছে, যারা ইসলামী বিধান অনুযায়ী দেশের শাসনকার্য

পরিচালনা করে না। তাদেরকে একই অপরাধে তিন রকম পরিণতির কথা বলা হয়েছে। যথা ৪৪ আয়াতে 'কাফের', ৪৫ আয়াতে 'যালেম' ও ৪৭ আয়াতে 'ফাসেক'। এক্ষণে ৪৪ আয়াতে বর্ণিত 'কাফের' অর্থ ইসলাম থেকে খারিজ প্রকৃত কাফের বা মুরতাদ নয়। বরং এর অর্থ আল্লাহ্র বিধানের অবাধ্যতাকারী কবীরা গোনাহগার মুমিন। ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বহির্ভূত নয়। (২) অমনিভাবে সূরা নিসার ৬৫ আয়াতে বর্ণিত 'লা ইউমিনূনা' 'তারা মুমিন হ'তে পারবে না'- অর্থ 'লা ইয়াস্তাকমিলূনাল ঈমান' 'তারা পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না' *(ফাৎহুল বারী শরহ বুখারী হা/২৩৫৯)*। তাছাড়া উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল দু'জন বদরী ছাহাবীর পরস্পরের ঝগড়া মিটানোর জন্য। দু'জনেই ছিলেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। তাই তাদেরকে মুনাফিক বা কাফের বলার কোন সুযোগ নেই। তাদের রক্ত হালাল হওয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু চরমপন্থীরা এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলিম সরকারকে প্রকৃত 'কাফের' আখ্যায়িত করে এবং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নামতে তরুণদের প্ররোচিত করে। অতএব তোমরা সাবধান!

পরিচালক : (৩) তোমাদের কেউ কি সূরা মায়েদাহ ৫ আয়াতের ব্যাখ্যা বলতে পারবে?

আবিদ : ইনশাআল্লাহ আমি পারব। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা' নামক বইয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, আয়াতটি বিদায় হজ্জের আগের বছর নাযিল হয় এবং মুশরিকদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করা হয়। এটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ নির্দেশ মাত্র। এর ফলে মুশরিকদের জন্য হজ্জ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার লোকেরা অত্র আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, 'যেখানেই পাও' এটি সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের 'যেখানেই পাও না কেন তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর, হারাম শরীফ ব্যতীত'। এটি চরম অন্যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে মুনাফিক, ইহূদী, নাছারা, কাফের সবধরনের নাগরিক স্বাধীনভাবে বসবাস করতো।

পরিচালক : (৪) তোমাদের কেউ কি ছহীহ বুখারীর ২৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা বলতে পারবে?

হাসান : জী, আমি পারব। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা' নামক বইয়ের ৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে, উক্ত হাদীছে 'উক্বাতিলা' (যুদ্ধ করি) বলা হয়েছে, 'আক্বতুলা' (হত্যা করি) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে ক্বিতালপন্থীরা করে থাকে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়।

পরিচালক : হাসান তোমাকে সহ সকল সোনামণিকে ধন্যবাদ।

(৩য় দৃশ্য)

জাহিদ : (সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ও ২ সাথে নিয়ে : জ্ঞানকোষ-১-এর ১১ ও ৭৪ নং প্রশ্ন : আমাদের রাসূলের নাম কী ও তিনি কিসের তৈরী? তাঁর পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর নাম কী? ৭১ নং প্রশ্ন : আল্লাহ কোথায় আছেন? জ্ঞানকোষ-২-এর ২নং প্রশ্ন আলাহ কী নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান?) (হঠাৎ বন্ধুর আগমন)।

রফীক : আসসালামু আলায়কুম। কেমন আছ জাহিদ?

জাহিদ : ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ভাল আছি।

শফীক : কি হে জাহিদ! শুধু বই-পুস্তক নিয়ে পড়ে আছ। আল্লাহ্র নবীর ছাহাবীরা লেখাপড়া না করেও জিহাদের মাধ্যমে জান্নাতে গেছেন। তাহ'লে আমাদের সহজে জান্নাত পাওয়ার জন্য কি জিহাদ করতে হবে না?

শাহীন : শোন জাহিদ! তোমরা তো শুধু ছালাত-ছিয়াম নিয়ে ব্যস্ত থাক। জিহাদ নিয়ে তোমাদের কোন চিন্তা নেই। হয় ব্যালটের মাধ্যমে নয় বুলেটের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করতেই হবে। চলো আমরা জিহাদে যাই।

জাহিদ : জিহাদ মানে তুমি কি বুঝাতে চাও?

রফীক : যারা আল্লাহ্র হুকুম মানে না ও সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের হত্যা করব। হয় প্রকাশ্যে না হয় গোপনে কিংবা আত্মঘাতী হওয়ার মাধ্যমে হ'লেও।

জাহিদ : কী বল! অসম্ভব এগুলো হ'তেই পারে না। ইসলাম এগুলোকে কখনই সমর্থন করে না। আমি তোমাদের সাথে একমত নই। এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের জন্য তোমরা আগামী সপ্তাহে সোনামণি বৈঠকে আসবে।

(৪র্থ দৃশ্য)

(সোনামণি বৈঠক)

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বৈঠক শুরু (হজ্জ ২২/২৩-২৪)

পরিচালক : (৫) তোমরা কি জান ঈমান কী?

হাবীব : জী ভাইয়া জানি। আমরা সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর সিলেবাস ও মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারার ৪৬৩ পৃষ্ঠা থেকে শিখেছি, ঈমান অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস যা ভীতির বিপরীত। সন্তান যেমন পিতামাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয় মুমিন তেমনি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়। পারিভাষিক অর্থে ঈমান হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি, ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা অনুগত্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও গুনাহে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না।

শাহীন : আচ্ছা ভাইয়া। ঈমানের সংজ্ঞা জানলাম। (৬) কিন্তু যারা অন্তরে বিশ্বাস করে, মুখে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু আমল করে না তারা তো কাফের। এদের হত্যা করতে পারলেই জান্নাত।

পরিচালক : না সোনামণি, তুমি ভুল বুঝেছ। এটা হ'ল খারেজীদের ঈমান। যারা বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী

মুসলমান এই মতের অনুসারী। তারা ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-কে কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যা করেছিল। আজও তারা বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার ও সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৩)*।

হাসান : আচ্ছা ভাইয়া, (৭) আমরা তো মুসলমান, ঈমান এনেছি। একদিন না একদিন জান্নাতে যাবই। তাই আমলের কী দরকার? আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি যেমন চালান তেমনি চলি, এতে আমরা এক ধরনের পুতুল। অতএব পুতুলের কি দোষ?

পরিচালক : হাসান যে প্রশ্ন করেছে তার কি কেউ উত্তর দিতে পারবে?

আবিদ : অবশ্যই পারব। এটা মুরজিয়া বা শৈথিল্যবাদীদের আক্বীদা। তারা বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। যার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আমলের ব্যপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্তমুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

শাহীন : তাহ'লে ঈমানে সঠিক ব্যাখ্যা কী?

পরিচালক : শোন, (৮) খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল প্রকৃত ঈমান। এটাই হ'ল আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে।

রফীক : ভাইয়া আপনারা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ যাকাত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। (৯) ইক্বামতে দ্বীন তথা রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েমের কোন কার্যক্রম তো আপনাদের নেই।

পরিচালক : শোন, ইক্বামতে দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঠিক জ্ঞান নেই। ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ। অর্থাৎ মুমিন তার সার্বিক জীবনে এক আল্লাহ্র দাসত্ব করবে। এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বইটি ভাল করে পড়বে। এই বইয়ের (২য় সংস্করণ) ৩৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'জানা আবশ্যক যে, আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক সশস্ত্র দারোগারূপে প্রেরণ করেননি *(গাশিয়াহ ৮৮/২২)*। বরং তিনি এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য রহমত হিসাবে *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*। তাই জিহাদের অপব্যাখ্যা করে শান্তএকটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্তমাত্র'।

মূলতঃ 'আক্বীমুদ্দীন' 'তোমরা তাওহীদ কায়েম কর' এই নির্দেশটি দুনিয়ার প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) থেকে শেষনবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলকে দেওয়া হয়েছিল। যা সূরা শূরার ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে। যিনিই আল্লাহ্র দ্বীন কবুল করবেন, তিনি রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনের যে

ক্ষেত্রেই থাকুন, সে ক্ষেত্রেই আল্লাহ্র বিধান মেনে চলবেন। না করলে তিনি আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের সম্মুখীন হবেন। কিন্তু খারেজী লেখকগণ 'তোমরা দ্বীন কায়েম কর'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'তোমরা হুকূমত কায়েম করো'। অর্থাৎ নবীগণ সবাই হুকূমত দখলের রাজনীতি করেছেন, তোমরাও সেটা কর। বস্তুতঃ এটি নবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

রফীক : তাহ'লে এতদিন তো আমরা ভুল পথে ছিলাম। 'সোনামণি' সংগঠনের মাধ্যমে আমরা আজ সঠিক পথের সন্ধান পেলাম। তাই সকলের উদ্দেশ্যে বলছি, আসুন আমরা দ্বীন কায়েমের ভুল ব্যাখ্যা থেকে ফিরে আসি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও এর অঙ্গ সংগঠন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'মহিলা সংস্থা'র ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামা'আতী যিন্দেগীর মাধ্যমে সার্বিক জীবন গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

পরিচালক : রফীক তোমাদেরকে ধন্যবাদ। সোনামণি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে তোমরা সোনামণি পরিচিতি, জ্ঞানকোষ-১ ও ২, গঠনতন্ত্র ও দ্বি-মাসিক 'সোনামণি প্রতিভা' নিয়মিত পড়বে। আমাদের শোগান।-

(১) জঙ্গীবাদ ও ইসলাম, এক নয় এক নয়।
(২) জঙ্গীবাদ নিপাত যাক, ইসলাম মুক্তি পাক।
(৩) জিহাদ ও জঙ্গীবাদ, এক নয় এক নয়।

এসো আমরা সবাই বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠ করি ও আল্লাহ্র রহমত কামনা করি।

[গত ৯ই নভেম্বর '১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সংলাপটি পরিবেশিত হয়]

ভ্রমণ স্মৃতি

(১)
ঘুরে এলাম পাহাড়পুর

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহ মানুষকে যমীনে ভ্রমণ করে মুশরিক ও যালিমদের পরিণতি দেখে তা থেকে শিক্ষা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন *(রূম ৩০/৪১)*। সে উদ্দেশ্যেই আমাদের পৃথিবীতে ভ্রমণ করা উচিত। যাহোক ২০১৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার নওগাঁ যেলার মহাদেবপুর উপযেলার সোনাপুরে 'সোনামণি'র প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা। যথারীতি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সেদিন আমি ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ভাই সকালের নাশতা ও গোসল শেষে সকাল ৮.৩৭ মিনিটে নওগাঁ গামী বাসে উঠলাম এবং প্রায় ১০টার দিকে নওগাঁ যেলার ফেরিঘাটে নামলাম। অতঃপর ভুটভুটি যোগে রাণীপুকুর হয়ে সোনাপুর পৌঁছলাম। সেখানে সোনামণি প্রশিক্ষণ চলল যোহর পর্যন্ত। যোহরের ছালাতের পর দুপুরের খাবার শেষে বিদায় নিয়ে আমরা পাহাড়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এরপর নওগাঁ শহর হয়ে বাসযোগে আসলাম পাহাড়পুর বাজার। এখান থেকে ভুটভুটি যোগে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে পৌঁছলাম। ২০ টাকার টিকিট নিয়ে ৫.০৭ মিনিটে আমরা প্রবেশ করলাম সেখানে। প্রথমেই দেখতে পেলাম পাহাড়পুরের যাদুঘর। যাদুঘরের সংস্কার কাজ চলছে। যদিও যাদুঘর বন্ধ তবুও প্রধান ফটক পার

হয়ে আমরা ভিতরে ঘুরে দেখলাম। পাহাড়পুরে আছে প্রায় ১৪শ বছরের পূর্বের বৌদ্ধ বিহার। যেখানে বৌদ্ধদের ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীরা ধর্মচর্চা করত। বাংলাদেশে আরো অনেক বিহার আছে। যেমন কুমিল্লা ময়নামতির শালবনবিহার। কিন্তু হিমালয় পর্বত থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পাহাড়পুরের মতো এত বড় বিহার আর নেই। পাহাড়পুর নাম করণের কারণ অনেকেই মনে করেন, যুগযুগ থেকে ধূলা-বালী উঠে এসে স্তূপ হয়ে পাহাড়ের আকার ধারণ করে তখন থেকেই এর নামকরণ করা হয় পাহাড়পুর। ১৮৭৯ সালে আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এটি আবিষ্কার করেন। তখন এটির নামকরণ করা হয় সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার। এটি নওগাঁ যেলার বদলগাছি থানার পাহাড়পুর গ্রামে যা নওগাঁ শহর হ'তে ৩৪ কি.মি উত্তরে অবস্থিত। প্রায় ৪০ একর জমির উপর অবস্থিত পাহাড়পুরের মাটি লালচে। রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল এটি নির্মাণ করেন। সেই বিশাল মন্দিরটির চারপাশে ফুল, ফল, পশু-পাখি, হাতি ইত্যাদির মূর্তি কারুকার্য করা আছে। ঠিক মাঝখানে উত্তর দিকে আছে মূল ফটক। আর একটু উত্তরে দু'টি উঁচু হলঘর। পুরো বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে প্রায় ১৭৭টি ছোট ছোট কক্ষ আছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৮শ মানুষ সেখানে থাকতে পারত। আর এটি ছিল বৌদ্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে সন্যাসীদের পাশাপাশি সাধারণ শিষ্য বা ছাত্ররা থাকত।

আমরা বৌদ্ধ মন্দিরের কারুকার্য দেখে অবাক হচ্ছিলাম। বৌদ্ধ মন্দির দেখে আমাদের সেই ধ্বংস প্রাপ্ত ছামূদ জাতির কথা মনে পড়ল। তারা কত শক্তিশালী ছিল! কত সুন্দর কারুকার্য করে পাহাড়ের মধ্যে বাড়ী তৈরী করত। অথচ আল্লাহ্‌র নাফরমানীর জন্য তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে পাহাড়পুর বিহারের সংস্কারের কাজ চলছে। আমরা যখন ঘুরে ঘুরে ছবি উঠাচ্ছিলাম তখন প্রায় ৬৫ বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমাদের সালাম দিয়ে বললেন, এটা হচ্ছে ধ্বংস প্রাপ্ত এলাকা। তারা যালেম ও অবাধ্য ছিল। আমাদেরকে এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। অতঃপর তিনি সূরা রূমের ৪২ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর আমরা সন্ধ্যা ৫.৪৮ মিনিটে সেখান হ'তে বের হয়ে আসি। উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ বিহার সকাল ১০টা হ'তে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

এরপর আমরা সামনের দোকান থেকে এম তবিবুর রহমানের লিখিত 'ঐতিহাসিক পাহাড়পুর ও সত্য পীরের জীবনী' 'বেহুলার বাসর ঘরের ইতিহাস' ও 'মহাস্থান গড়ের ইতিহাস' বই কিনে ভুটভুটিতে রওনা হলাম। সেখান থেকে জয়পুরহাট গিয়ে সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটে তিতুমীর ট্রেনে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম এবং রাত ১১.০৫ মিনিটে রাজশাহী স্টেশনে এসে নামলাম। অতঃপর সাড়ে ১১ টার সময় কেন্দ্রীয় মারকাযে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছলাম (ফালিল্লাহিল হামদ)।

পরিশেষে বলা যায়, জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সফর। সোনামণিরা তোমরাও 'শিক্ষা সফর' করবে আর দেখবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্ম। যেমন কবি কাজী নজরুল বলেছেন,

'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে'।

(২)
জীবনের প্রথম সাংগঠনিক সফর

আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির
সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আগে আব্বুর সাথে সাংগঠনিক সফরে গিয়েছি। কিন্তু পরিবারের কোন সদ্য ছাড়া এবারই আমি সাংগঠনিক ভাইদের সাথে বাইরে অর্থাৎ মেহেরপুর গিয়েছিলাম। সফরে ছিলাম আমি, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, কর্মী রাক্বীবুল ইসলাম ও ছাক্বিব।

বিবরণ : গত ২৪.০৯.১৬ তারিখ সকালে আমি ও রাক্বীবুল ইসলাম ভাই মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে রওনা হ'লাম। অতঃপর ৯.২০ মিনিটে কুষ্টিয়ার মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছালাম। সেখান থেকে বাসে গাংনী অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী 'আন্দোলন') ছাহেবের বাসায় পৌঁছে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠনের জন্য আয়োজিত প্রোগ্রামে যোগদান করলাম। প্রোগ্রামটি ছিল চৌগাছা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে। সেখানে আব্দুর রশীদ আখতার ভাই (কেন্দ্রীয় সভাপতি, 'যুবসংঘ') আব্দুল্লাহিল কাফী, ইহসান ইলাহী যহীর, প্রমুখ বক্তৃতার পর আমি ' এসো হে যুবক ও তরুণ' জাগরণীটি পরিবেশন করলাম। অনুষ্ঠান শেষে আমরা গাংনী থেকে প্রায় ৮/১০ কি.মি. দূরে বামন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছলাম এবং মাগরিবের ছালাতে আমি ইমামতি করলাম। বাদ মাগরিব তা'লীমী বৈঠক শুরু হ'ল। এখানেই ঘটল মজার ঘটনা। ঘটনা হ'ল আমি মঞ্চে উঠি কুরআন তেলাওয়াত অথবা জাগরণী পরিবেশন করার জন্য কিন্তু এবার আমি উঠলাম ৪ মিনিটের জন্য আলোচক হিসাবে। আমি সূরা আছরের উপর কিছু আলোচনা করলাম। এরপর যুবসংঘের দায়িত্বশীল ভাইগণ আলোচনা করলেন। তারপর আমি আবার 'মারহাবা, মারহাবা' জাগরণীটি পরিবেশন করলাম। আমার জাগরণীর পর অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ছাহেব প্রধান অতিথির ভাষণ দিলেন। ভাষণের শেষের দিকে তিনি আমাদের মেহেরপুরে আগমনে ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন, বিশেষকরে আমি এসেছি এ জন্য তারা বড় ব্যবস্থা করেছেন। অনুষ্ঠান শেষে তারা আন্তরিকতার সাথে মেহমানদারী করলেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের সাথে মতবিনিময় করলেন। যেমন স্থানীয় চেয়ারম্যান ও বামন্দী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। অতঃপর আমরা তারিকুয্যামান (মেহেরপুর যেলা আন্দোলনের সেক্রেটারী)-এর বাড়ী হাড়া ভাঙ্গা গ্রামে রাত্রি যাপন করলাম।

নীলকুঠি ও মুজিবনগর :

২৫.০৯.১৬ তারিখ সকালে আমরা তারিকুয্যামান চাচার বাসা থেকে প্রথমে যুবসংঘের কর্মী রাক্বীবুল ইসলাম ভাইয়ের বাসায় গেলাম। যা বাংলাদেশের সীমানার সাথে প্রায় লাগান। অর্থাৎ প্রায় ১০০ গজ দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে নীলকুঠির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অতঃপর ১০ টার দিকে পৌঁছে সেখানে প্রায় আঘা ঘণ্টা অবস্থান করলাম। নীল গাছ স্বচক্ষে দেখলাম। আসলে নীলকুঠি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হল যে, এখানে নীলকররা এই কুঠিতে বসবাস করত। নীলকররা চাষীদের দিয়ে জোরপূর্বক নীল চাষ করিয়ে নিত।

অতঃপর আমরা মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মেহেরপুর শহর পেরিয়ে কিছুদূর যেয়ে আমাদের মাইক্রোবাসটি নষ্ট হয়ে গেল। ১ ঘণ্টা লেট করার পর একটা লোকাল বাস যোগে প্রায় সাড়ে ১২টায় মুজিবনগর পৌঁছে গেলাম।

মুজিবনগরের দর্শনীয় স্থানসমূহ :

মুজিবনগরের দর্শনীয় স্থানগুলি একটা এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরিয়ার মধ্যেই স্মৃতিসৌধ, বাংলাদেশের কংক্রিটের মানচিত্র, এছাড়াও আছে হেলিপ্যাড, আলোচনা কক্ষ, স্থায়ী মঞ্চ, প্রধান মন্ত্রীকে সেলুট দেওয়ার জায়গা। কিছু সরকারী সাহায্যমূলক প্রতিষ্ঠান। সারিবদ্ধ শত শত আমগাছের বাগান। মানচিত্রে, বাংলাদেশের মানুষ কিভাবে ভারতে পালিয়েছিল, কিভাবে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছিল, কিভাবে হার্ডিং ব্রীজ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, কিভাবে শপথ বাক্য পাঠ করনো হচ্ছিল এগুলি মূর্তি আকারে অংকিত আছে। ইহাকে ভালভাবে দেখার জন্য স্টেডিয়ামের মত গ্যালারী তৈরি করা হয়েছে এবং ফটোসেশন করার জন্য চতুর্দিকে চারতলা বিশিষ্ট দালান আছে। ঐ দালানগুলির মাথা থেকে ছবি খুব সুন্দরভাবে উঠানো যায়। আমরা বেলা দেড়টার দিকে সেখান থেকে ফিরে আসলাম। ফেরার পথে মুজিবনগর সৌধের ২ কি.মি. দূরে অবস্থিত গোপালনগর গ্রামে কিছু নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের আমন্ত্রণে আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম। সেখানে ছালাত ও খাওয়া শেষে বেলা আড়াইটার দিকে রওনা হলাম। অতঃপর বিকাল ৪টায় তারিকুয্যামান চাচার বাসায় পৌঁছলাম। তারিকুয্যামান চাচা আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে ৪০-৫০ জন পাড়ার মানুষদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাদের আমাদের সাথে খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গাড়ি নষ্ট হওয়ায় আমাদের ঐ চাচার বাসায় পৌঁছাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরি হয়। আমাদের দেরি হওয়ার কারণে মানুষ চলে গেছে তাতে কী হয়েছে? তারিকুয্যামান চাচা আমাদের জন্য ঠিকই খাবার রেখে দিয়েছেন। সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিলাম। বিশ্রামের পর আবার আরেকটা প্রোগামের জন্য হাড়াভাঙ্গার হালসানা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিব পড়লাম। সেখানেও আমি ইমামতি করলাম। বাদ মাগরিব প্রোগ্রাম শুরু হ'ল। আব্দুর রশীদ আখতার, আব্দুল্লাহিল কাফী, ইহসান ইলাহী যহীর ও তারিকুয্যামান চাচা বক্তৃতা করলেন এবং আমি সেখানে 'মারহাবা মারহাবা' জাগরণীটি পরিবেশন করলাম। ছালাত শেষ করে আব্দুর রশীদ ভাইয়ের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম। সেখানে নৈশ্যভোজ শেষে তারিকুয্যামান চাচার বাসাতেই রাত্রী যাপন করলাম।

এবার ফিরে আসার পালা :

ফিরে আসার দিন ফজরের ছালাত তারিকুয্যামান চাচার মাধ্যমে এক জমঈয়তের মসজিদে আদায় করলাম। ছালাত পড়ে আমাদের নিয়ম মোতাবেক বাদ ফজর ইহসান ভাই দারস পেশ করলেন। ইহসান ভাইয়ের দারসে তারা খুব খুশি হলেন এবং আমাদের জন্য দো'আ করলেন। ঐখানে এক অন্ধ হাফেয আমার ছালাতে তেলাওয়াত শুনে খুশি হলেন এবং আমার পরিচয় জেনে চমকে উঠলেন। যাহোক মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর তারিকুয্যামান ভাই একটি পুরাতন মসজিদ দেখালেন যা নির্মাণ ত্রুটির কারণে পরিত্যাক্ত। তবে কিছু মুছল্লী ঐ পরিত্যাক্ত মসজিদের বারান্দায় ছালাত পড়েন। যাহোক

আমরা তারিকুয্যামান ভাইয়ের মাদরাসা পরিদর্শন করে তার বাসায় গেলাম। অতঃপর গোসল করে নাশতা করলাম। উল্লেখ্য যে, নাশতার আইটেমের মধ্যে অন্যতম ছিল তারিকুযযামান ভাইয়ের স্বীয় গাছের অতি সুস্বাদু ও মিষ্টি বাতাবী লেবু। অতঃপর JS গাড়ি যোগে মিরপুরে পৌঁছলাম সাড়ে ১০-টায়। তারপর পৌনে ১১-টায় খুলনা হতে আগত কপোতাক্ষ এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে বেলা ১টা ২০ মিনিটে রাজশাহী স্টেশনে পৌঁছলাম। অতঃপর বেলা পৌনে ২টায় আটোরিক্সা যোগে মারকাযে পৌঁছলাম। (ফালিল্লাহিল হামদ)

এ সফরে আমার অভিজ্ঞতার দর্শন :

এ সফরে আমি দেখলাম যে, মেহেরপুরে আহলেহাদীছ এবং আহলেহাদীছ মসজিদ অনেক বেশী কিন্তু কয়েকটা মসজিদ বাদ দিয়ে প্রায় সবগুলো মসজিদ জমঈয়ত নিয়ন্ত্রিত। তবে যারা আমাদের আন্দোলনের সাথে জড়িত তারা খুব সক্রিয়।

আমার অনুভূতি :

যেহেতু জীবনের প্রথম আপন মানুষহীন সাংগঠনিক সফরে গিয়েছি সেহেতু প্রথমে একটু কেমন কেমন লাগলেও পরে আমাকে খুব ভাল লেগেছিল। কারণ সেখানকার লোকজন আমাদেরকে যথাযথ সম্মান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, তারা আমাকে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন এজন্য যে, আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** কনিষ্ঠ পুত্র। আব্বুর প্রতি মানুষের কত যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তা আমি মেহেরপুর সফরে খুব ভালভাবেই টের পেয়েছি।

(৩)
ঘুরে এলাম সুন্দরবন

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পরিচালক, সোনামণি সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা।

১৩ই সেপ্টেম্বর' ১৬ মঙ্গলবার ঈদুল আযহার দিন বিকালবেলা 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ভাই মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন আমাকে ফোনে বললেন, আগামীকাল ৬.৩০ মিনিট এর মধ্যে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য বাঁকালে আসতে পারবেন? একেতো সাংগঠনিক সফর, তাও আবার আমীরে জামা'আতের সাথে। তাই সুযোগটা কোন মতেই হাতছাড়া করলাম না। সকাল ৭.০০ টার পরে একটি মাইক্রোবাস যোগে আমরা বাঁকালে রওনা হলাম। আমাদের সাথে সফর সঙ্গী হিসাবে ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হুসাইন, দফতর সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুজাহিদুর রহমান, সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক। আমীরে জামা'আতের গ্রামের বাড়ী বুলারাটিতে। তিনি কুরবানীর ঈদে বাড়ীতে এসেছিলেন। উঠেছেন ভাগ্নেদের বাড়ীতে। আমরা সেখানে গিয়ে ভাগ্নে নছর ছাহেবের বাড়ীতে উঠলাম। তারা আমাদেরকে মেহমানদারী করলেন। খাওয়া শেষ হ'তে না

হ'তেই আমীরে জামা'আত বাসার ভিতর থেকে বের হয়ে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এরপর আমীরে জামা'আত, তাঁর মেজ ছেলে আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও ভাগ্নে বদরুযযামান সহ আমরা গাড়ীতে উঠে সাতক্ষীরা যেলার কালীগঞ্জ ও শ্যামনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গাড়িতে এমন সফরে খুব আনন্দিত ছিলাম। সকাল ৯টায় শ্যামনগরের আটুলিয়া ইউনিয়নের হাওয়ালডাঙ্গী গ্রামে বর্তমান চেয়ারম্যান আবু ছালেহ বাবু পরিচালিত জি.এম. কাদের ফাউণ্ডেশন অফিসে আমরা সকালের নাশতা করলাম। অতঃপর শ্যামনগর উপযেলার সভাপতি মাও. মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আমীরে জামা'আত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। আমরা পুনরায় গাড়িতে উঠলাম। সকাল ১০টায় নীলডুমুর উপযেলা পরিষদ মিলনায়তনে মতবিনিময় সভায় আমীরে জামা'আত সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। এ সময় উপস্থিত নতুন আহলেহাদীছগণ তাদের আহলেহাদীছ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। আমীরে জামা'আত তাদেরকে দ্বীনে হক্বের উপর টিকে থাকার উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর বেলা ১১টায় আমরা মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নে সরকারী উদ্যোগে নির্মাণাধীন 'আকাশ লীনা ইকো টুরিজম' পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করলাম। অতঃপর চললাম নীল ডুমুরের উদ্দেশ্যে। সেখানে যোহর ও আছর একত্রে জমা করে আমীরে জাম'আত ছালাত আদায় করালেন। অতঃপর শ্যামনগর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব গিয়াছুদ্দীনের অনুরোধে আমীরে জামা'আত সহ আমরা নৌকা যোগে দুপুর ১.২১ মিনিটে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবনের দৃষ্টিনন্দন পর্যটন কেন্দ্র কলাগাছিয়া ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ১.৪০ মিনিটে আমরা পৌঁছালাম 'কলাগাছিয়া' পর্যটন কেন্দ্রে। শুরু হ'ল আল্লাহ্র প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী দর্শন। গাছে অনেকগুলি বানর খেলা করছে। সেখানে আছে বিভিন্ন বনজ গাছ যেমন কেওড়া, গেওয়া, গরান, সুন্দরী ইত্যাদি। সুন্দর বনের মধ্যে একটি টাওয়ার নির্মাণ করা আছে। যা চার তলা বিশিষ্ট যার মধ্যে ৫৬টি সিঁড়ি আছ। আমরা অনেকে দেখার জন্য উপরে চলে গেলাম। আমীরে জামা'আত গেলেন না। তিনি ছাউনীর নীচে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এরই মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টি শেষে আমরা নেমে আসলাম। সেখান একটা ঘেরার মধ্যে কিছু হরিণ আটকিয়ে রাখা হয়েছে। যেগুলি সেখানে পাতা খাচ্ছে এবং খেলা করছে। ২.৩০ মিনিটে আমরা পুনরায় নৌকায় উঠলাম ফেরার উদ্দেশ্যে। সেখানে আটুলিয়া ইউনিয়নের চরের চিল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আমাদের জন্য দুপুরের খাবার প্রস্তুত করা ছিল। নানান প্রকার খাদ্যের মধ্যে অন্যতম হ'ল নদীর মাছ। খুবই সুস্বাদু যা খেয়ে খুবই তৃপ্তি পেলাম আমরা। আলহাদুল্লিাহ! অতঃপর বাদ আছর অত্র উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সভাপতি মাও. মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে আমীরে জামা'আত বক্তব্য দিলেন। ভুরুলিয়া ইউনিয়নের

দেউলদিয়া এলাকায় নবনির্মিত বায়তুর নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আমরা মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও কছর করি। ছালাতের পর আমীরে জামা'আত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর রাত ৯টায় নলতা চৌমহনীর বাসিন্দা আমীরে জামা'আতের ভায়রা ডা. রফীকুল হাসানের বাসভবনে আমরা গমন করলাম এবং কালীগঞ্জ উপযেলা সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান সহ উপযেলা নেতা-কর্মীদের সাথে আমীরে জামা'আত মতবিনিময় করেন। সেখানে থেকে বিদায় দিয়ে আমরা রাত ১০.৩০ মিনিটে বুলারাটি এসে পৌঁছলাম। এভাবে আমাদের একদিনের সংক্ষিপ্ত সফর শেষ হয়ে গেল। ফালিল্লাহিল হামদ!

'সোনামণি'-এর ৫টি নীতিবাক্য

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

(১)
ত্যাগ

সুমাইয়া ইসলাম
শিক্ষিকা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

জাহিদ ও নাহিদ নবম শ্রেণীর ছাত্র। অষ্টম শ্রেণীতে দু'জনেই ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। তবে তাদের দু'জনের মধ্যে খুব একটা মিল পাওয়া যায় না। জাহিদ শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করে। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করে। এক কথায় মার্জিত ছেলে সে। অপরদিকে নাহিদ প্রায় সময় ব্যস্ত থাকে ফেসবুক আর ইন্টারনেট নিয়ে। রাস্তায় চলে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে স্টাইল করে হেলেদুলে। মনে হয় মিউজিকের কারণে আযানের সুমধুর সুর তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনা। ফলে সে ছালাত আদায় করেনা। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হ'তে পারে! জাহিদ মাঝে মধ্যে নাহিদকে ইসলামী আদর্শ মেনে চলতে উপদেশ দিত বলে সে তাকে সহ্য করতে পারত না। বরং বিভিন্নভাবে ঠাট্টা করতো একদিন বিরতির ঘণ্টায় জাহিদ তার শিক্ষকের মাধ্যমে জানতে পারলো যে, তার মা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে। হাসপাতালে দ্রুত পৌঁছার জন্য সে নাহিদের কাছে তার সাইকেলটা চাইল। এতে নাহিদ সাইকেল তো দিলই না বরং তাকে বলল, একটা কিনতে পারিস না। শুধু অন্যেরটা দেখলে লোভ হয় তাইনা...! জাহিদ

কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতালে পৌঁছল প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে। গিয়ে দেখল ওর মমতাময়ী মা ওকে ছেড়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে অঝোর নয়নে কেঁদে সে মায়ের জন্য দো'আ করল। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ একদিন জাহিদ দেখল নাহিদ বিষণ্ন মনে কি যেন চিন্তা করছে। কিছুক্ষণ পর জাহিদ শুনতে পেল নাহিদ ফোনে অনেক কাকুতি মিনতি করে বলছে- ছোট চাচু! তোমারতো 'এ নেগেটিভ' রক্ত; তুমি এক ব্যাগ রক্ত দাও না! মা এক্সিডেন্ট করে সদর হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সব ব্লাড ব্যাংকে খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু কোথাও ভাল রক্ত পাইনি; কথা শেষে ওকে আরও চিন্তিত দেখাল। এভাবে সারাদিন সে রক্তের খোঁজে ছুটে বেড়াতে লাগল। এরই ফাঁকে জাহিদ নাহিদকে না বলেই হাসপাহালে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসল। সন্ধ্যায় নাহিদ হাসপাতালে ফিরে গিয়ে দেখল ওর মা সম্পূর্ণ সুস্থ। পরে জানতে পারলো জাহিদ ওর মাকে স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়েছে। নাহিদ নিজের ভুল বুঝতে পারল এবং অনুতপ্ত হয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে জাহিদের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। জাহিদ বলল এভাবে বলো না নাহিদ! তোমার মা তো, আমারও মা। আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি। তখন নাহিদ অশ্রুসিক্ত নয়নে জাহিদের দিকে তাকিয়ে রইল ...!

শিক্ষা :

১. ভাল কাজে সকলকে সাহায্য করতে হবে।
২. মন্দের প্রতিদান ভালর মাধ্যমে দিতে হবে (হা-মীম সিজদা ৪১/৩৪)।
৩. মনে রাখতে হবে, ত্যাগের মাঝে প্রকৃত সুখ নিহিত, ভোগে নয়।

(২)
চালাকিতে কিস্তিমাত

নাজমুন নাঈম
৯ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অনেক দিন পর নাছিরুদ্দীনের কাছে তার এক বন্ধু এলো। তার সেই বন্ধু বিদেশে যাবে। যাওয়ার আগে নাছিরুদ্দীনের সাথে দেখা করতে এলো, কিছু হস্তগত করার আশায়। আলাপ আলোচনার পর যাওয়ার সময় সে বলল, ভাই নাছির, আমি তো বহু দূর দেশে চলে যাচ্ছি, যাওয়ার আগে তোমার হাতের সামান্য আংটিটা যদি আমাকে দাও স্মৃতি হিসাবে, তাহ'লে যখনই সেদিকে চোখ পড়বে তখনই মনে হবে তুমি আমার পাশেই আছ। এতে নাছিরুদ্দীন হাত থেকে আংটিটা খুলতে খুলতে বলল, 'দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃসময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু তুমি! আমার কাছে তোমার স্মৃতি হিসাবে তোমার হাতের ঘড়িটা আমাকে দাও'। আংটির চেয়ে সেই ঘড়িটির দাম খুব বেশী ছিল। বন্ধু আর কী করে? বাধ্য হয়ে নাছিরুদ্দীনের আংটিটা নিয়ে নিজের ঘড়িটা তাকে দিয়ে দিল।

শিক্ষা :

১. বুদ্ধিমানকে কখনো ধোঁকা দেওয়া যায় না।
২. ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

একটি শিশুকে দাও যদি সামান্য একটুখানি ভালবাসা, তোমাকে সে ফিরিয়ে দেবে অনেকখানি।— *রাসকিন*

(৩)
মাছ ও কাঁকড়া

হাফিযুল ইসলাম
৩য় শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক জলাশয়ে একটি মাছ ও একটি কাঁকড়া বাস করত। মাছটি খুব সরল ও ভদ্র। কাঁকড়াটিও খুব ভাল। একদিন ঐ জলাশয়ে আবর্জনার জালে মাছটি আটকা পড়ল। কাঁকড়া দেখতে পেয়ে আবর্জনা কেটে মাছটিকে উদ্ধার করল। মাছটি মনে মনে আনন্দিত হয়ে তাকে ধন্যবাদ দিল এবং মনে মনে বলল, আমিও যদি কোন দিন পারি তাহ'লে তার উপকার করব। অনেক দিন পরে ঐ জলাশয়ে একটি পাথরের নিচে কাঁকড়াটির বড় ঠ্যাং আটকে গেল। সে অনেক চেষ্টা করেও বের হ'তে পারছিল না। এ অবস্থা মাছটি দেখতে পেয়ে মাথা দিয়ে ঠেলে পাথরটি সরিয়ে দিল। ফলে কাঁকড়াটি মুক্তি পেল।

শিক্ষা :

কেউ যদি কারো উপকার করে তাহ'লে একদিন সে তার উপকার পাবে।

সোনামণি সংগঠন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ক বি তা গু চ্ছ

সোনামণির নিমন্ত্রণ

নাজমুল হুদা
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একদিন এক বিকেল বেলা
বন্ধুর সাথে করছি খেলা
হঠাৎ করে একটি আওয়াজ
আসল কানে ভেসে।
কে যেন হায় ডাকছে আমায়
থেকোনা আর খেলার মেলায়,
এসো ছহীহ সুন্নাহর পথে।
কে ভাই তুমি ডাকছ আমায়
যখন আমি মত্ত খেলায়,
কি বলতে চাও বল?
সন্ধ্যা বুঝি হ'ল।
শুনবে তুমি? বলছি তবে শোন
চার অক্ষরে নামটি মোদের
আমরা সোনামণি।
আল্লাহ ছাড়া নেইতো মা'বুদ
এটাই আমরা জানি।
আল্লাহ মোদের প্রভু
আর নবী মুহাম্মাদ,
রোজ হাশরে তাঁর মাধ্যমে
পাব শাফা'আত।
সত্য পথে চললে তুমি
পাবে যে জান্নাত
রোজ হাশরে কঠিন দিনে
পাবে যে নাজাত।
ভ্রান্ত পথের পথিক হলে

হবে বেহাল দশা
শাস্তি স্বরূপ ঘিরবে তোমায়
কঠিন অগ্নি শিখা।
তাই সোনামণি প্রতিক্ষণ
করছে তোমায় নিমন্ত্রণ
ছহীহ সুন্নাহর পথে,
দোযখ থেকে বাঁচতে হলে
সুখের আবাস পেতে হলে
এসো অহির পথে।

প্রতিভার সৃষ্টি

নাজমুন নাহার, ছানাবিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কোথা থেকে হল রে ভাই প্রতিভার সৃষ্টি
এই প্রতিভা দেখলে যে জুড়িয়ে যায় দৃষ্টি।
অতুলনীয় পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই পত্রিকা
পরিচালকদের অবদানে পাচ্ছি অনেক দীক্ষা।
প্রতিভা পড়ে সবার বাড়ছে অনেক জ্ঞান
সোনামণিদের খুশি দেখে আমি হই অজ্ঞান।
পরিচালকদের সাথে তোমরা থেকো সর্বদায়
লিখা পাঠাবে বিভিন্ন বিষয়ে সোনামণি কার্যালয়।
আসল জায়গায় পাঠাতে তোমরা করো নাক ভুল
মাধ্যম হল ০১৭১৫-৭১৫১৪৩ নম্বরটি মূল।
পরিচালকদের উদ্দেশ্য সব পূর্ণ যেন হয়
তাদের জন্য করবে দো'আ খারাপ দো'আ নয়।
পরিচালকদের সারাজীবন সাহায্য করতে চাই
তাদের থেকে কিছু আদর্শ আমরা যেন পাই।
আমার কাছে লেখার মত আর কিছু নাই
কবিতা লেখা শেষ করলাম এই লিখে ভাই।

সুন্দর জীবন

হাবীবুর রহমান
১০ম শ্রেণী, দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ
মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

গড়তে যারা চেয়েছ সুন্দর জীবন,
সবার আগে লেখাপড়ায় অধিক দিবে মন,
খুঁজতে হবে জ্ঞানের সুধা করতে হবে পান
নইলে কিন্তু যাবে না গড়া সুন্দর জীবন।
মৌমাছিরা আহার খোঁজে অনেক দূরে যাই,
একটি ফোঁটা মধু তারা সংগ্রহ করতে চাই।
অনেক বড় তোমরা যদি হ'তে সবে চাও,
মৌমাছিদের মতই তোমরা অনেক দূরে যাও।
শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পাঠে দিবে মন,
অনেক বড় হবে তোমরা এই করবে পণ,
তবেই তোমরা গড়তে পারবে সুন্দর জীবন।

থাকতে সময়

শফীকুল ইসলাম
এম. এ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কান্না সারি সারি
মৃত্যু খবর শুনে মানুষ
আসবে আমার বাড়ী।
বরই পাতার গরম পানিতে হায়
গোসল করে কাফন দেবে গায়।
স্বজন আপন সবাই মিলে
সাজাই পরিপাটি
তিনটি মুঠো দেবে মাটি
গোরস্থানে রাখি।
সেদিন কী যে হবে!
ভাবি যেন থাকতে সময় ভবে।

জীবনের শিরোনাম

মুস্তাকীম ইসলাম
ইটাখুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

সাজ-সজ্জায় এই দুনিয়াতে ডুবে আছি এখন
কখন কী যে পাপ করছি ভাবছি না তখন।
শাস্তির কথা মনে হলে লাগে অনেক ভয়
আরামদায়ক দুনিয়াতে কী যে করছি হায়।
অতুলনীয় চিন্তার মাঝে ডুবে থাকি যখন
ভাবতে থাকি তোমার দরবারে ক্ষমা পাব কখন।
একা একা বসে আমি ভাবি সারাক্ষণ
দয়ার আল্লাহ পাপ সব করিও মোচন।
পাপগুলো সব তুলে ধরলাম তোমার দরবারে
আমি পাপী অধম দয়াল ক্ষমা কর মোরে।
অসীম দয়াল তুমি প্রভু গাফূরুর রহীম
তোমার কাছে সব সমাধান তুমি আযীযুল হাকীম।

খালিক্ব-মালিক

ইউসুফ আল-আযাদ
প্রভাষক, টেংগুরিয়া পাড়া ফাযিল মাদরাসা
বাসাইল, টাংগাইল।

তুমি খালিক্ব তুমি মালিক
তুমি রহমান,
তোমার কাছে চাই যে ক্ষমা
ওগো মেহেরবান।
গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি
সৃষ্টি তোমার সব,
সবই তোমার দয়ার প্রকাশ
তুমিই সবার রব।
তুমি ছামাদ তুমি আহাদ
তুমি অতি খাঁটি,
সৃষ্টি তোমার চাঁদ সেতারা
সৃষ্টি আকাশ মাটি।
তুমি গাফূর তুমিই গাফফার
ডাকছি তোমায় আমি।
ক্ষমা করে দাও গো আমায়
ওহে অন্তর্যামী।

পর

আফযাল হুসাইন
হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

হাইরে মানুষ! রঙ্গের ফানুস
রঙ্গে করে ফূর্তি!
আবেগ বিবেক সব হারিয়ে
হয়ে গেছে মূর্তি।
ছোট্ট মা'ছুম, বাচ্চা আমি
নেয়না কেহ খোঁজ,
ভাল আছি, না মন্দ আছি
করেছি কিনা ভোজ।
আব্বু-আম্মু, গেছে চলি
রেখে মোরে একা,
লয়না কেহ, কাছে ডাকি
পাইনা স্নেহের দেখা।
নয়তো পর, গাছগাছালি
পাখপাখালি সাথী,
নেইতো কোথাও, আপন জন
পর দিবা রাতি!
তাইতো দুঃখে কাঁদি বসে
বাগানের ঐ ধারে,
রইবনা আর ধরা মাঝে
সুধায় বাবা-মারে!
কান্না দুঃখে, ভারাক্রান্ত
কাঁদতে নাহি চাই,
আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন
আশ্রয় যেন পাই।

এ ক টু খা নি হা সি

শিক্ষিকা ও ছাত্রী

ছাব্বীর আহমাদ
বাঁকড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
চারঘাট, রাজশাহী।

শিক্ষিকা : পুষ্প বল তো তোমার নামের অর্থ কী?

পুষ্প : ফুল, ম্যাডাম।

শিক্ষিকা : গুড! এবার পাঁচটি ফুলের নাম বল?

পুষ্প : বিউটিফুল, ওয়ান্ডারফুল, গ্রেটফুল, হাউজফুল এবং আশরাফুল।

শিক্ষা :

১. মুসলমান ছেলে-মেয়েদের নাম আরবীতে অর্থপূর্ণ ও সুন্দর হওয়া উচিত।

২. প্রশ্ন বুঝে উত্তর দিতে হবে।

ক্রেতা ও বিক্রেতা মধ্যে কথোপকথন

আব্দুল ওয়াদূদ
৪র্থ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একটি ধনী লোক ৪৯,৯৫০ টাকা নিয়ে গাড়ি কিনতে গেল। বিক্রেতা ৫০,০০০ টাকার কমে গাড়ি বিক্রি করবে না। লোকটি তার এক বন্ধুর কাছে গেল এবং বলল ৫০০ টাকা দাওতো, একটা গাড়ী কিনব। ৫০০ টাকা দিয়ে গাড়ি! তাহ'লে আমি এর সাথে ১০০০ টাকা দিচ্ছি। আমার জন্যও একটি গাড়ি কিনবে।

শিক্ষা :

সঠিকভাবে কোন বিষয় অনুধাবন করে ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে।

১ম বন্ধু ও ২য় বন্ধু

মুহাম্মাদ শাহরিয়ার ছাদিক্ব
৩য় শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

দুই বন্ধু শিক্ষা সফরে গিয়ে। একটি পুকুরের পাশে।

১ম বন্ধু : বন্ধু দেখ কী লেখা আছে এই সাইন বোর্ডে।

২য় বন্ধু : কী লেখা?

১ম বন্ধু : লেখা আছে যে কেউ কাউকে পানি থেকে উদ্ধার করলে তাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

২য় বন্ধু : তাহ'লে কী করবে বলে ভাবছ?

১ম বন্ধু : আমিতো সাঁতার জানিনা তুমি কী সাঁতার জান।

২য় বন্ধু : হ্যাঁ জানি।

১ম বন্ধু : তাহ'লে আমি নামি তুমি কি আমাকে উদ্ধার করবে।

২য় বন্ধু : তাই হবে।

১ম বন্ধু : কিন্তু আমি ৩০০ টাকা তুমি ২০০ টাকা।

১ম বন্ধু : ঠিক আছে।

(১ম বন্ধু পানি নেমে, একটু পর বলল, আমাকে উদ্ধার কর বন্ধু)

২য় বন্ধু : না; হবে না।

১ম বন্ধু : কেন গো?

২য় বন্ধু : তুমি আরো ১০০০ হাযার টাকা দিলে উদ্ধার করব, নইলে নয়।

শিক্ষা :

ছলচাতুরী করে পুরস্কার অর্জনের আশা ঠিক নয়।

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন

আহমাদ যুবাইর
৭ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১ম বন্ধু : পৃথিবীর আর কোন দেশ ভ্রমণ আমার আর বাদ নেই। জামালপুর, ফরীদপুর, রংপুর, মাদারীপুর, জয়দেবপুর, দিনাজপুর, সাভার, গুলিস্থান। আর কত বলব!

২য় বন্ধু : মানচিত্র সম্বন্ধে তাহ'লে তোমার ভালই ধারণা আছে দেখেছি।

১ম বন্ধু : হ্যাঁ সেই দেশেও আমি তিন দিন ছিলাম।

শিক্ষা :

কোন বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে সে বিষয়ে কথা বলা ঠিক না।

ব্যক্তি ও পিঁপড়া

জাওয়াদ হাসান খাঁন
চান্দিনা, কুমিল্লা।

এক ব্যক্তি বিমান বন্দর থেকে বের হল। রাস্তাটি সামনে ভাঙ্গা এবং সেই ভাঙ্গার মধ্যে পানি। সেই পানির মধ্যে একটি পিঁপড়া হাবুডুবু খাচ্ছে এবং চিৎকার করছে।

পিঁপড়া : বাঁচাও আমাকে কেউ বাঁচাও।

ব্যক্তি : তাকে তুলে বাঁচালো।

পিঁপড়া : ধন্যবাদ আজকের এই দিনে আমাকে বাঁচানোর জন্য।

ব্যক্তি : আজকে কী এমন দিন? যার জন্য এত ধন্যবাদ দিচ্ছ?

পিঁপড়া : আজকে আমার জন্ম দিন। জন্মদিবসে লাফালাফি ও আনন্দ করতে পানিতে পড়ে গেছি। আর আপনি আমাকে তুলে বাঁচালেন। এই জন্য এত ধন্যবাদ দিচ্ছি।

ব্যক্তি : *ও তাই নাকি? হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।*

এই বলে পিঁপড়াকে হাতে নিয়ে হাত তালি দিতে লাগল লোকটি। আর পিঁপড়া হাতের চাপায় পড়ে মারা গেল।

শিক্ষা :

জন্মদিবস পালন করা ও হাততালি দিয়ে সম্ভাষণ জানানো যাবে না।

বুকে বল

রিফাদুল ইসলাম
৪র্থ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছেলে : আব্বু আমাকে ৭০০ টাকা দেবেন? আমি একটি ঘড়ি কিনব।

পিতা : ঠিক আছে দেব; কিন্তু তুমি বুকের ওপর বল চেপে ধরে আছ কেন?

ছেলে : আমাদের ১ বন্ধু বলেছেন যে, সঠিক বিষয়ে বুকে বল নিয়ে পিতাকে কিছু অনুরোধ করলে নাকি ওটা গ্রহণযোগ্য হয়। এজন্য আর কী!

শিক্ষা :

কথা বুঝে আমল করতে হবে।

সাক্ষাৎকার

আব্দুল হাসীব
৯ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কর্মকর্তা : আপনি কি সাঁতার জানেন?

চাকুরীপ্রার্থী : সাঁতার শেখার সুযোগ হয়ে উঠেনি, স্যার।

কর্মকর্তা : তাহ'লে কি ভেবে আপনি নৌবাহিনীতে চাকুরীর জন্য সাক্ষাৎকার দিতে এসেছেন?

চাকুরীপ্রার্থী : মাফ করবেন স্যার; তাহ'লে কি বিমানবাহিনীতে চাকুরীপ্রার্থীরা উড়তে শেখার পর সাক্ষাৎকার দিতে আসে।

শিক্ষা : *অবস্থা ভেদে যোগ্যতা প্রযোজ্য।*

সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

১২৮. পেটের যে কোন অসুখ ও ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন সকালে লেবুর রসের সাথে মধু মিশিয়ে খেতে হয়।

১২৯. ঘর মোছার সময় পানির সাথে কেরোসিন মেশালে ঘর মশা-মাছি ও পোকামাকড় মুক্ত থাকবে ও ঝকঝক করবে।

১৩০. বাংলার আপেল হচ্ছে পেয়ারা। এতে ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আছে। পেয়ারা দেহ গঠন ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ১ কেজি আপেল ও পেয়ারায় শক্তি যথাক্রমে ৫৬০ ও ৬৬০ ক্যালরি। তবে আপেলে এ্যাজমা কমে।

১৩১. দুধ এইডস প্রতিরোধ করে। মায়ের দুধ ও গরুর দুধে মনোক্যাপ্রন আছে।

১৩২. সর্দি-কশির জন্য ভিকস নেওয়া ক্ষতিকারক। এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

১৩৩. মাছ, গাজর ও টমেটো খেলে ত্বকে ক্যান্সার হয় না।

১৩৪. প্রতিদিন বাদ ফজর ১ ঘণ্টা হাঁটলে অনেক রোগের ঔষধ আর কিনতে হবে না। শরীর ও মন সুস্থ থাকবে।

১৩৫. হৃদরোগ বা হার্ট এ্যাটার্ক এর মূল কারণ খাবার। কোলেস্টোরেলের মাত্রা বেশি হলে হৃদযন্ত্র অকেজো হয়ে রোগাক্রান্ত হয়।

আমার দেশ

ঢাকা মহানগরীর ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

সম্মেলন কেন্দ্র/মিলনায়তন :

* **বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্র :** শেরে বাংলা নগর
* **ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন :** আব্দুল গণী রোড
* **শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তন :** কাকরাইল
* **ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তন :** রমনা
* **ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তন :** বায়তুল মোকাররম
* **শিশু একাডেমী মিলনায়তন :** শিশু একাডেমী

জাদুঘর :

* **জাতীয় জাদুঘর** : শাহবাগ
* **শিশু জাদুঘর** : শিশু একাডেমী
* **সামরিক জাদুঘর** : বিজয় স্মরণী, তেজগাঁও (পূর্বে ছিল মিরপুর)
* **বঙ্গবন্ধু জাদুঘর** : ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর
* **শিশু জাদুঘর** : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
* **মুদ্রা জাদুঘর :** বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন
* **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর :** আগারগাঁও

হাসপাতাল :

* **ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল :** চানখারপুল
* **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় :** শাহবাগ
* **বারডেম (ডায়াবেটিক হাসপাতাল) :** শাহবাগ
* **সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল :** শেরে বাংলা নগর
* **শিশু হাসপাতাল :** শেরে বাংলা নগর
* **পঙ্গু হাসপাতাল :** আগারগাঁও
* **সি.এম.এইচ :** ঢাকা সোনানিবাস
* **অ্যাপোলো হাসপাতাল :** বসুন্ধরা, গুলশান
* **স্কয়ার হাসপাতাল :** পান্থপথ
* **সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল :** ফুলবাড়িয়া

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

(১)
মহাকাশে হীরার খনি

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হীরা আর হীরা। শুধুই হীরা। তাল তাল হীরা। যেন হীরার পাহাড়। হীরার সমুদ্র। শুধুই হীরা ভরা আছে তার ভেতরে-বাইরে। তার পিঠেও রয়েছে মুঠো মুঠো হীরা। এত বড় হীরার খনির খোঁজ এর আগে কোথাও মেলেনি। এবার মিলেছে মহাকাশে।

এ খনি থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। যেন কয়েক লাখ কোটি মেগাওয়াটের আলো। যার জাঁকজৌলুস ছিঁড়েফুঁড়ে দিচ্ছে মহাকাশের অতল অন্ধকার। হাত বাড়ালেই যেন সেই হীরার খনি। আমাদের থেকে ৪০ আলোকবর্ষ দূরে। এক আলোকবর্ষ মানে এক সেকেণ্ডে এক লাখ ৮৬ হাযার মাইল গতিবেগে আলো এক বছরে যতটা দূরে যায় ততটা দূরত্ব। বলা যায়, আমাদের সৌরমণ্ডলের 'পাশের বাড়ীর বন্ধু'! সেই হীরার খনি কত বড়! তা সত্যি চমকে যাওয়ার মতোই। তিন-তিনটি পৃথিবীকে পাশাপাশি রাখলে তা যতটা জায়গা জুড়ে থাকে, ততটা জায়গা জুড়ে রয়েছে ওই হীরার খনি। রাতের আকাশে যাকে আমরা ছাদে উঠে খালি চোখেই দেখতে পারি। এর অবস্থান 'কনস্টেলেশন অব ক্যান্সার' নক্ষত্রপুঞ্জে। চক্কর মারছে '৫৫ ক্যানক্রি' নামে একটা অসম্ভব রকমের গরম তারা বা নক্ষত্রের চারপাশে। সেটাই তার 'সূর্য'। সেই সূর্যকে চক্কর মারছে পাঁচটি গ্রহ। 'ক্যানক্রি-এ' থেকে 'ক্যানক্রি-ই'। আমরা যে হীরার খনির কথা বলছি, সেই 'ক্যানক্রি-ই' গ্রহটি ওই 'সৌরমণ্ডলে'র বাকি চারটি গ্রহ থেকে একেবারেই আলাদা। একেবারে ঝকঝকে হীরায় মোড়া প্রায় আদ্যোপান্তই।

২০১১ সালে এই হীরার গ্রহটি প্রথম নযরে পড়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। কতটা হীরা রয়েছে আমাদের সবচেয়ে কাছের ওই বৃহত্তম হীরার খনিতে?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে থাকা ওই 'সুপার আর্থ' গ্রহের এক-তৃতীয়াংশই হীরায় মোড়া। তার পিঠটাও মোড়া রয়েছে হীরা আর গ্রাফাইটে। সেই গ্রাফাইট, যা দিয়ে বানানো হয় পেন্সিলের শিস। তিনটি পৃথিবীর ওযন যোগ করলে যা হয়, ততটাই। মানে, ১৭.৯১৬-এর পর ২৭টা শূন্য বসালে যে সংখ্যাটা দাঁড়ায়, তত কিলোগ্রাম। এখন আমাদের এই গ্রহে এক ক্যারোট বা ০.২ গ্রাম ওযনের হীরার দাম কয়েক হাযার মার্কিন ডলার। তাহলে ওই গ্রহের দাম কত হ'তে পারে!

কীভাবে জন্মাল ওই হীরার গ্রহ? এ সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সদ্য আবিষ্কৃত 'ক্যানক্রি-ই' গ্রহটি একটি পাথুরে গ্রহ। পৃথিবীর মতো পাথুরে গ্রহগুলোতে অক্সিজেন অণুর পরিমাণ কার্বন অণুর দ্বিগুণ। তাই ভূপৃষ্ঠে অক্সিজেনের যৌগ পানি, কার্বন ডাই-অক্সাইড আর সিলিকেট অক্সাইড পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। মঙ্গলও অনেকটা সে রকমই। আসলে আমাদের সৌরমণ্ডলে যে মেঘ থেকে বিভিন্ন গ্রহের জন্ম হয়েছিল, তাতে কার্বনের চেয়ে অক্সিজেন অণুর পরিমাণ ছিল অনেক

বেশি। কিন্তু পরিস্থিতিটা যদি উল্টো হয়, যদি অন্য কোন 'সৌরমণ্ডলে' কার্বনের পরিমাণ বেশি হয়ে যায় অক্সিজেনের চেয়ে, তাহলে সেই সূর্যকে বলা হয় 'কার্বন স্টার'। আর তার চারপাশে যে গ্রহগুলো চক্কর মারে, তাদের বলা হয় 'কার্বন প-্যানেট'। প্রচণ্ড তাপ আর চাপে ওই কার্বন পরমাণুগুলোই হীরার কেলাস তেরি করে। এভাবেই গড়ে ওঠে 'হীরার গ্রহ' বা 'ডায়মণ্ড প্যানেট'। তাপ ও চাপ অত্যন্ত বেশি বলে আমাদের পৃথিবীরও পিঠের ১৫০ থেকে ২০০ কিলোমিটার নিচে হীরা জন্মায়। অগ্ন্যুৎপাতে নিচ থেকে সেই হীরা আমাদের ভূপৃষ্ঠের ওপরে উঠে আসে। এটাই আমাদের প্রাকৃতিক হীরা। কিন্তু তাপ ও চাপ দুইই পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি বলে হীরার গ্রহ 'ক্যানক্রি-ই'তে হীরার উজ্জ্বলতা অনেক বেশি। কাঠিন্যও বেশি। হীরার গ্রহের পিঠের তাপমাত্রা প্রায় ৩ হাযার ৯শ' ডিগ্রি ফারেনহাইট। সে তার সূর্য '৫৫ ক্যানক্রি'-এর খুব কাছেই রয়েছে। মানে, তার গা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

আরও কি 'হীরার গ্রহ' থাকতে পারে মহাকাশে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, সত্যি সত্যি আরও অনেক হীরার গ্রহ রয়েছে। আর তা হয়তো রয়েছে অন্য কোনো সৌরমণ্ডলের 'হ্যাবিটেব জোন' বা বাসযোগ্য এলাকায়!

তাহলে তো এমন সময়ও আসতে পারে, যেদিন অন্য সৌরমণ্ডলে পাওয়া যাবে দুর্মূল্য হীরার খনির মালিক। মানে কোনো প্রাণী। মানে ভিন গ্রহের মানুষ। তাহলে তো ভালই হয় ভিন গ্রহে প্রাণও হল। উপরি পাওনা হ'ল, হীরা। যাকে বলে সোনায় সোহাগা!

(২)
সিগারেটের সাক্ষাৎকার

রেযওয়ানুল হক
৯ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

তোমার নাম কী?
→সিগারেট।
তোমার জন্মস্থান কোথায়?
→ ১৮৮৩ সালে কিউবার রাজধানী হাভানায়।
তোমার শরীরে কি আছে?
→ মৃত্যুর বীজ তামাক।
আপনার কর্মস্থান কোথায়?
→ মানবদেহে।
তোমার দায়িত্ব কী?
→ পরিবেশ দূষণ করা ও মানব দেহে মরণঘাতি রোগ সৃষ্টি করা।
তোমার স্বপ্ন কী?
→ যুব সমাজকে ধ্বংস করা।
তোমার প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তু কী?
→ ধূমপানকারী ও দিয়াশলাই।
তুমি কখন খুশি হও?
→ আমার গায়ে মূল্যবান সতর্কবাণী দেখেও যখন পান করা হয়।
তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী কী?
→ ধীরে ধীরে গাঁজা, হেরোইন, মদ ও ইয়াবায় আসক্ত করে তোলা।
নিজেকে কী মনে কর?
→ আযরাঈল। কারণ মরণের টিকিট আমি ধরিয়ে দেই।
তোমার ভক্তদের উদ্দেশ্যে কিছু বল!
→ বেশী বেশী ধূমপান করে অতি তাড়াতাড়ি কবরের ভিসা নাও। নিজে ধ্বংস হয়ে অপরকে ধ্বংস করতে সাহায্য কর। মৃত্যুর আগে যক্ষা, ক্যান্সার ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ কর।

রহস্যময় পৃথিবী

সংগ্রহে : আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী মহানগর।

(১) তিয়ানজি পর্বতমালা, চীন

একই সাথে খুব লম্বা এবং চিকন ধরনের এই পর্বতগুলি দেখে মনেই হয় না এইগুলি পৃথিবীতেই আছে। মনে হয় পৃথিবীর বাইরের কোথাও। এই পর্বতগুলি এ কারণে জেমস ক্যামেরনের আভাটার ছবিতেও ব্যবহার করা হয়েছে। ৩৮০ মিলিয়ন বছর আগে এইগুলি সমুদ্রের তলদেশে গড়ে উঠেছিল, পানি প্রবাহের কারণে এর আশেপাশের বালির তৈরি পাথরগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু শক্ত শিলাগুলিই টিকে আছে। কোনো পর্বতের দৈর্ঘ্য সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ ফুট উঁচু।

(২) সেন্টিনেলস অব দ্য আর্কটিক, ফিনল্যান্ড

এই গুলি সেন্টিনেলস বা বরফে ঢাকা বড় আকারের গাছ। এই অদ্ভূত দৃশ্যটি শুধু শীতকালেই চোখে পড়ে যখন তাপমাত্রা -৪০ থেকে -১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে অবস্থান করে।

(৩) স্কাফটাফেল আইস কেইভ, আইসল্যান্ড

যখন পানির প্রবাহ কোনো হিমবাহের ভিতরে গর্ত তৈরি করে তখন হিমবাহের প্রান্তে অস্থায়ীভাবে বরফের গুহা বা আইস কেইভ তৈরি হয়। এই আইস কেইভের ভিতরটা খুব আবদ্ধ। এর ভিতরে অল্প পরিমাণ বাতাস আছে। এবং এই গুহার দেয়াল নীল ছাড়া আর সব আলো শুষে নেয়। ফলে এখানের বরফ একটি আকর্ষণীয় রঙে দেখা যায়।

(৪) বাইগার ওয়াটারফল, রোমানিয়া

স্থানীয়রা এই জলপ্রপাতটিকে বলে থাকে, 'মিনিস ঘাট থেকে আসা অলৌকিক জলপ্রপাত'। এই প্রপাতটি যে শৈবাল -চূড়া পরিভ্রমণ করে আসে সেটা আট মিটার লম্বা। এটা পৃথিবীর অল্প কয়টি সবচেয়ে সুন্দর জলপ্রপাতগুলির একটি।

(৫) সী অফ স্টারস, মালদ্বীপ

দিনের আলোতে স্বাভাবিক দেখালেও, রাতে এই সমুদ্র সৈকত জীবন্ত হয়ে ওঠে। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন নামের একধরনের সামুদ্রিক অণুজীবের কারণে এই সৈকত জ্বলতে থাকে। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের নিঃশ্বাস গ্রহণের কারণেই এরকম ঘটে আর পুরো সৈকতকে তখন দেখতে মহাকাশের মত মনে হয়।

(৬) গ্র্যান্ড প্রিসম্যাটিক হট স্প্রিং, আমেরিকা

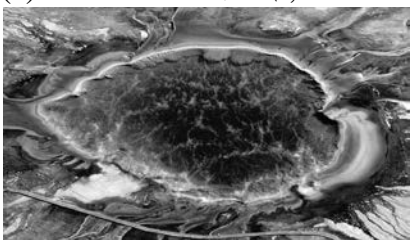

গ্র্যান্ড প্রিসম্যাটিক হট স্প্রিং আমেরিকায় সবচেয়ে বড় গরম পানির জলাশয়। এই জলাশয়ের পানির এরকম গাঢ় রঙের। কারণ হলো, জলাশয়ের পানিতে রঞ্জক ধরনের অণুজীব থাকে। এই অণুজীবগুলি যেসব পানিতে প্রচুর খনিজ উপাদান আছে, তাদের আশেপাশে জন্মায়।

(৭) ডেডভেলই, নামিবিয়া

এই ছবিগুলি অবশ্যই কোনো সুররিয়ালিস্ট পেইন্টিং না। এগুলি ডেডভ্যালির ফটোগ্রাফ। এই ডেডভ্যালিতে যে গাছগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বালিয়াড়ির বিপরীতে দাঁড়ানো। একসময় এখানে গভীর বন ছিল, আর এখন মরুভূমি।

(৮) টারকুয়োজ আইসলেক বাইকাল, রাশিয়া

আইস লেক বাইকাল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পুরাতন ফ্রেশ পানির হ্রদ। শীতকালে এই হ্রদ জমে যায়। কিন্তু এই হ্রদের পানি এত পরিষ্কার যে বরফের ১৩০ ফুট নিচে পর্যন্ত আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন। মার্চ মাসে বরফে তুষার এবং রোদের কারণে ফাটল ধরে। এর ফলে বরফ থেকে ফিরোজা রঙের আলো ঠিকরে বের হয় যেটা বাহির থেকে দেখা যায়।

সাহিত্যাঙ্গন

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

জন্ম : ১০ই জুলাই, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

জন্মস্থান : পেয়ারা, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

পরিচিতি : ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ।

গবেষণা কর্ম : সিদ্ধা কাহ্নপার গীত ও দোহা, বাংলা সাহিত্যের কথা, ভাষাতত্ত্ব : ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।

প্রবন্ধ পুস্তক : ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৫৭), Essays of islam : Traditional culture in East Pakistan.

অনুবাদ গ্রন্থ : দীওয়ানে হাফিয, (১৯৩৮), অমীয় শতক (১৯৪০), রুবাইয়াত ই ওমর খৈয়াম (১৯৪২)।

সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন গ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন, দুই খণ্ডে প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

পত্রিকা সম্পাদনা : আঙুর (১৯২০), দি পীস (১৯২৩), বঙ্গভূমি (১৯৩৭), তকবীর (১৯৪৭)।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান : ১৯২১ সালের ২রা জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন।

বিবিসির জরিপ : বিবিসির জরিপকৃত শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় **ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লার** স্থান ষোড়শ।

পদক লাভ : প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসর পদ (১৯৬৭), প্রাইভ অব পারফরম্যান্স এবং নাইট অব দি অর্ডারস অব আর্টস অ্যাণ্ড লেটার্স পদক।

পরিবর্তন : শেষজীবন শুরু হওয়ার আগেই মধ্যজীবন থেকে তিনি ভাষাতত্ত্বচর্চা বাদ দিয়ে ইসলামচর্চা ও তা প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মৃত্যু : ১৩ই জুলাই, ১৯৬৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দেশপরিচিতি

ইয়েমেন

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব ইয়েমেন।

রাজধানী : সানা (বাণিজ্যিক রাজধানী এডেন)

আয়তন : ৫,২৭,৯৭০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ২ কোটি ৪৩ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ২.৯%।

ভাষা : আরবী ।

মুদ্রা : রিয়াল।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৫৭%।

মুসলিম হার : ৯৯.১%।

মাথাপিছু আয় : ২,৩৮৭ মার্কিন ডলার

গড় আয়ু : ৬৩.৯ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ৩০শে নভেম্বর ১৯১৮।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল।

জাতীয় দিবস : ২২শে মে।

যেলাপরিচিতি

টাঙ্গাইল

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে।

আয়তন : ৩,৪১৪ বর্গ কিলোমিটার।

স্বাক্ষরতার হার : ৪০.৪৬%

উপযেলা : ১২টি।

ইউনিয়ন : ১১০টি।

গ্রাম : ২,৫১৬টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : যমুনা, ধলেশ্বরী, বংশী ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : আতিয়া জামে মসজিদ, মধুপুরের গড়, ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমুদিনী হাসপাতাল।

আন্তর্জাতিক পাতা

বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ

এশিয়া মহাদেশ

দেশ	মুসলিম হার
আজারবাইজান	: ৯৯.২%
আফগানিস্তান	: ৯৯.৭%
ইন্দোনেশিয়া	: ৮৮.২%
ইরাক	: ৯৯%
ইরান	: ৯৯.৪%
ইয়েমেন	: ৯৯.১%
উজবেকিস্তান	: ৯৬.৩%
ওমান	: ৮৭.৭%
কাজাখস্তান	: ৫৬.৪%
কাতার	: ৭৭.৫%
কিরগিজস্তান	: ৮৬.৩%
কুয়েত	: ৯৫%
জর্ডান	: ৯৮.২%
তাজিকিস্তান	: ৮৪.১%
তুরস্ক	: ৯৮%
তুর্কমেনিস্তান	: ৯৩.১%
পাকিস্তান	: ৯৬.৩%
বাংলাদেশ	: ৮৯.৬%
বাহরাইন	: ৮১.২%
ব্রুনেই	: ৬৭.২%
মালদ্বীপ	: ৯৮.৪%
মালয়েশিয়া	: ৬০.৪%
লেবানন	: ৯৫.৩%
সংযুক্ত আরব আমিরাত	: ৯০%
সিরিয়া	: ৯২.২%
সৌদী আরব	: ৯৭%
আলবেনিয়া	: ৭৯%

ইউরোপ মহাদেশ

দেশ	মুসলিম হার
আলবেনিয়া	: ৭৯%

আফ্রিকা মহাদেশ

দেশ	মুসলিম হার
কমোরোস	: ৯৮.৩%
গাম্বিয়া	: ৯৫%
গিনি	: ৮৪.৪%
জিবুতি	: ৯৬.৯%
নাইজার	: ৯৮.৬%
তিউনিশিয়া	: ৯৯.৫%
নাইজেরিয়া	: ৫০.৪%
বারকিনাফাসো	: ৫৯.০%
মালি	: ৯২.৫%
মৌরিতানিয়া	: ৯৯.১%
মরক্কো	: ৯৯%
মিশর	: ৯৪.৬%
লিবিয়া	: ৯৬.৬%
শাদ	: ৫৫.৮%
সুদান	: ৭১.৩%
সিয়েরা লিওন	: ৭১.৩%
সেনেগাল	: ৯৬%
সোমালিয়া	: ৯৮.৫%

'একটি সন্তান যখন নষ্ট হয় তখন সে একা নষ্ট হয় না পুরো পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়'

'পিতা-মাতার আচরণসমূহ রপ্ত করেই সন্তানরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের আচরণকে বিকশিত করে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়'

-ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সংগঠন পরিক্রমা

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৬

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৬' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সভাপতির ভাষণে বলেন, প্রত্যেক পরিবারে আদমের দুই সন্তান হাবীল-ক্বাবীলের মত সন্তান রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব আমাদের বাচ্চাদের ছোট থেকেই হাবীলের মত আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা। কচি বয়স থেকেই নিজ গ্রহে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি তাদেরকে আল্লাহমুখী দিক নির্দেশনা না দেওয়া যায়, তাহলে সে শয়তানমুখী হবে। তখন তাকে ফিরানো আর সম্ভব হবে না। একই সাথে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ছোট থেকেই জানিয়ে দিতে হবে। তাহলে ঐ সন্তান মানুষ হত্যাকারী বা জঙ্গী হবে না। তিনি বলেন, ' সোনামণি' 'যুবসংঘ' 'মহিলা সংস্থা' 'আন্দোলন'-এর সকল প্রচেষ্ঠা নবীদের তরীকায় সুন্দর সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গড়ে তুললে আমরা অবশ্যই ব্যর্থ হব। পরিশেষে তিনি সকল অভিভাবক ও সমাজনেতাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের ও বাচ্চাদেরকে আল্লাহভীরু হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী ও পুরস্কার বিজয়ী সোনমণিদের এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রের উপ-প্রধান চিকিৎসক (অব.) ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, গ্যালাক্সি মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল, তেরখাদিয়া, রাজশাহী এর পরিচালক ডা. খন্দকার হালীমুযযামান ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী- এর সহকারী পরিদর্শক, মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলাম।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সোনামণি সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা পরিচালক আতীকুর রহমান, সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রংপুর সাংগঠনিক যেলা পরিচালক রবীউল হাসান প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীলগণ ছাড়াও ১৩টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মারূফ ও মারকায এলাকার সহ-পরিচালক শহীদুল্লাহ। সম্মেলনে 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬'-এর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১১০ জন বালক ও ৭০ জন বালিকা সহ মোট ১৮০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৮, ২৯ ও ৩০ তম পারা।

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল্লাহ আর রিয়ায (ঝিনাইদহ), **২য় :** রায়হানুদ্দীন (দিনাজপুর), **৩য় :** হুযায়ফা (যশোর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : জেসমিন (বগুড়া), **২য় :** সুমাইয়া ইয়াসমীন (রাজশাহী), **৩য় :** মাহফূযা (চাঁপাইনবাগঞ্জ)।

২. হিফযুল কুরআন (লোক্বমান ১৩-১৯ আয়াত) মাখরাজ ও অর্থসহ এবং হিফযুল হাদীছ (১০টি) অর্থসহ :

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল হাসীব (গাইবান্ধা), **২য় :** আব্দুল্লাহ আল-জাবির (রাজশাহী), **৩য় :** আমানুল্লাহ (নওঁগা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সাজেদা (কুমিল্লা), **২য় :** কুলছুম (মেহেরপুর), **৩য় :** তানযীনা (কুমিল্লা)।

৩. আক্বীদা ও দো'আ

বালক গ্রুপ : ১ম : হাসীবুল ইসলাম (বগুড়া), **২য় :** মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম (রাজশাহী), **৩য় :** শামীম আহমাদ (রাজশাহী)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : যয়নাব খাতুন (রাজশাহী), **২য় :** সা'দিয়া খাতুন (রাজশাহী), **৩য় :** জেসমিন (বগুড়া)।

৪. সাধারণ জ্ঞান

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল মুমিন (বগুড়া), **২য় :** ওমর ফারূক (কুমিল্লা), **৩য় :** মি'রাজুল ইসলাম (ঝিনাইদহ)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সুমাইয়া সুমী (গাইবান্দা), **২য় :** তাসনীম তাবাসসুম (মেহেরপুর), **৩য় :** জান্নাত আরা (সিরাজগঞ্জ)।

৫. সোনামণি জাগরণী

বালক গ্রুপ : ১ম : ফরীদুল ইসলাম (নাটোর), **২য় :** আব্দুল মুত্তালিব (বগুড়া), **৩য় :** আব্দুল মুন'ইম (সাতক্ষীরা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : লীমা (নাটোর), **২য় :** উম্মে হাবীবা (বগুড়া), **৩য় :** আরীফা (নাটোর)।

৬. প্রতিযোগিতার বিষয় : হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা আরবী ও বাংলা

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল মুমিন (বগুড়া), **২য় :** ফযলে রাব্বী (বগুড়া), **৩য় :** আব্দুল্লাহ আল-মামূন (রাজশাহী)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : কানিয রোখসানা (রাজশাহী), **২য় :** সাইমা (রাজশাহী), **৩য় :** মাহফূযা আখতার (রাজশাহী)।

৭. রচনা প্রতিযোগিতা পরিচালকদের :

১ম : শরীফুল ইসলাম (দিনাজপুর), **২য় :** আশরাফুল আলম (যশোর), **৩য় :** রিয়াযুল ইসলাম (নওগাঁ)।

সম্মেলনে 'জঙ্গীবাদ ও ইসলাম' শিরোনামে সঠিক ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক একটি তথ্যবহুল আকর্ষনীয় সংলাপ পরিবেশন করা হয়।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর সমসপুর হাফিযিয়া ও ফুকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার সাংগঠনিক সম্পাদক ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সোনামণি সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ।

তালপুকুরপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ২২শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর তালপুকুরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছাক্বিবুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল আলীম।

গোপালপুর, হরিপুর, চাটমোহর, পাবনা ১৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর গোপালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ পাবনা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক রেজাউল করীম, প্রচার সম্পাদক আফতাব উদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হুসাইন, প্রচার সম্পাদক শামীম হুসাইন, সোনামণি'র পরিচালক রফীকুল ইসলাম, সহ-পরিচালক শাহিনুর রহমান, আব্দুল হালীম ও বখতিয়ার আলম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আরিফুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল হাকীম।

চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর চরমিরকামারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ পাবনা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ হাসান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হুসাইন, সোনামণি'র সহ-পরিচালক শাহিনুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি কাওছার আলী ও জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া ইয়াসমিন।

ভূগরইল, পবা, রাজশাহী ১৮ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ মধ্য-ভূগরইল শাখা কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী জ্ঞান বিষয়ক কুইজ-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু হানীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হায়দার আলী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরের সহ-পরিচালক আকমাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হামীদা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ভূগরইল শাখার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম সানজারা খাতুন, দ্বিতীয় সাদীকুল ইসলাম, এবং তৃতীয় রিনা খাতুন সহ মোট ৯ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

আমলকীর ঔষধিগুণ

আল্লাহ যেখানে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেখানে আশেপাশে খাদ্যশস্যের ভেতরেও রোগের শেফা দিয়েছেন। এমনি একটি দেশীয় ফল আমলকী। সারা বছরই ফলের দোকানে আমলকী চোখে পড়ে। অনেকে আমলকী খেতে পসন্দ করলেও কারো কাছে এটি তেমন প্রিয় না। কারণ একটি তেঁতো ফল। যারা আমলকীকে অবহেলা করছেন, তারা জেনে অবাক হবেন যে, আমলকী শুধু একটি ছোট আকারের ফলই নয়, নানা গুণে সমৃদ্ধ ঔষধি ফল আমলকী। প্রতিদিন একটি আমলকী খেলে শরীরে ভিটামিন 'সি'র অভাব পূরণ হয়। বলা হয় একটি আমলকীতে আপেলের চেয়ে ১২০ গুণ বেশী, লেবুর চেয়ে ১০ গুণ বেশি, কমলার চেয়ে ৫০ গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' রয়েছে। আমলকী কেবল পথ্যই নয় রূপচর্চায়ও কাজে লাগে।

আমলকীতে কী আছে : আমলকীর ৮০ শতাংশই পানি। এছাড়া রয়েছে খাদ্য আঁশ, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও খনিজ লবণ।

আমলকীর উপকারিতা : আমলকী দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি ও ছানি দূর করতে কাজ করে। হৃদযন্ত্রের মাংসপেশি শক্তিশালী করে। রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। শরীরে লাল রক্তকণিকা তৈরিতে সহায়তা করে। দাঁত ও নখ ভাল রাখে, শক্তি বাড়ায়। ইনফেকশনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটি ডায়রিয়া ও আমাশয়ে আক্রান্তদের জন্য উপকারী। ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা কমায়। ঠাণ্ডাজ্বর ও কাশিতে আমলকী ঔষধের মতো কাজ করে। চুলের বৃদ্ধি ও চুল পড়া রোধে এবং পাকস্থলির এসিডের ভারসাম্য রক্ষা করতে আমলকী ভূমিকা রাখে। ভিটামিন 'সি'র অভাবে যেসব রোগ হয়, যেমন স্কার্ভি, অর্শ প্রভিতির ক্ষেত্রে আমলকী খেলে উপকার পাওয়া যায়। হার্টের রোগীরা আমলকী খেলে বুকের ধড়ফড়ানি কমে। শুকনো আমলকী এক কাপ পানিতে ভিজিয়ে দুই ঘণ্টা পর সেই পানিতে একটু শ্বেতচন্দন ও চিনি মিশিয়ে খেলে বমি বন্ধ হয়। আমলকী ক্ষুধা বাড়ায় ও শরীর ঠাণ্ডা রাখে। বিভিন্ন রকমের তেল তৈরিতে আমলকী ব্যবহার হয়। আমলকীর রস প্রতিদিন চুলে লাগিয়ে দুই তিন ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এভাবে এক মাস ব্যবহার করলে চুলের গোড়া শক্ত, চুল পড়া ও তাড়াতাড়ি চুল পাকা বন্ধ হয়। আমলকী খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং দাগ থাকে না। আমলকী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হৃৎপিণ্ডের পেশি শক্তিশালী করে। আমলকীর রস খেলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর হয়। এক গ্লাস দুধ বা পানির মধ্যে আমলকী গুঁড়া ও সামান্য চিনি মিশিয়ে দিনে দু'বার খেতে পারেন। এসিডিটির সমস্যা থাকবে না। আমলকীর জুস কিংবা শুকনো যেভাবেই হোক না কেন দিনে একটি আমলকী খেলে ভিটামিন 'সি'র অভাব থাকে না। আমলকীতে সামান্য লবণ, লেবুর রস মাখিয়ে রোদে দিন। শুকিয়ে যাওয়ার পর খেতে পারেন। খাবারের সঙ্গে আমলকীর আচার খেতে পারেন। হজমে সাহায্য করবে। আমলকী টুকরো করে ফুটন্ত পানির মধ্যে দিন। আমলকী নরম হলে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার লবণ, আদা কুচি, লেবুর রস মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখুন। সারা বছর খেতে পারবেন।

হাতের কাছে পাওয়া এক আমলকীতে যখন এত গুণ, তবে কেন এ ফলটি খাবেন না? কথায় আছে প্রতিদিন দু'টি করে আমলকী খেলে শরীর থাকে ছোটখাটো রোগের ঝুঁকিহীন। তাই আজ থেকেই নিজে আমলকী খান ও পরিবারের সবাইকে আমলকী খেতে উৎসাহিত করুন।

সূত্র : *দৈনিক ইনকিলাব ৭ই ডিসেম্বর ২০১৬; ৭ পৃষ্ঠা।*

ভাষা শিক্ষা

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

পোশাক ও অলংকার

অলংকার- حِلْيَةٌ - Ornament (অর্নামেন্ট)
আংটি- خَاتَمٌ - Ring (রিং)
ওড়না- خِمَارٌ - Scarf (স্কার্ফ)
কম্বল- بَطَّانِيَّةٌ - Blanket (ব্ল্যাংকিট)
কলার- قَبَّةٌ - Collar (কলার)
কাপড়- ثَوْبٌ - Cloth (ক্লথ)
কোর্ট - سُتْرَةٌ - Coat (কৌট)
গেঞ্জি- فَانِيْلَةٌ - Guernsey (গার্নজি)
চশমা- نَظَّارَةٌ - Spectacle (স্পেকটেইকল)
চাদর- رِدَاءٌ - Sheet of cloth (শীট অভ ক্লথ)
জামা- قَمِيْصَةٌ - Shirt (শার্ট)
জুতা- حِذَاءٌ - Shoe (শূ)
টুপি- قَلَنْسُوَةٌ - Cap (ক্যাপ)
তোয়ালে- مِنْشَفَةٌ - Towel (টাওয়াল)
পকেট- جَيْبٌ - Pocket (পকিট)
পাগড়ি- عِمَامَةٌ -Turban (টারবেইন)
পাজামা- سِرْوَالٌ - Trouser (ট্রাউজার)
পোশাক- لِبَاسٌ - Dress (ড্রেস)
বোতাম- زِرٌّ - Button (বাটন)
বোরকা- بُرْقُعٌ - Veil (ভেইল)
মাফলার- مِلْفَعٌ - Muffler (মাফলার)

? কুইজ

১. বর্তমান অধিকাংশ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কী?
উঃ.....
.....
২. পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা কী?
উঃ.....
৩. আল্লাহ তাঁর পথে কীভাবে আহ্বান করতে নির্দেশ দিয়েছেন?
উঃ.....
৪. গণকের নিকট যাওয়ার কুফল কী?
উঃ.....
৫. ক্বিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে কী?
উঃ.....
৬. গীবত করা কীসের নামান্তর?
উঃ.....
৭. কত হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে?
উঃ.....
৮. কখন শয়তান মুখে ঢুকে পড়ে?
উঃ.....
৯. ঈমান অর্থ কী?
উঃ.....
১০. মুহতারাম আমীরে জামা'আতের গ্রামের বাড়ী কোথায়?
উঃ.....
১০. সোমপুর বিহার কোথায়?
উঃ.....
.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয় ২. ৬৯ গুণ ৩. হ্যাঁ; যাবে ৪. ৭ বছর ৫. ১৯৫টি ৬. বিদ'আত ৭. যাবে না ৮. ১% ৯. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ১০. ১৪ তম

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : মুহাম্মাদ ছিয়াম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : রিফতা খাতুন ৪র্থ শ্রেণী, ব্র্যাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভূগরইল, রাজশাহী।

৩য় স্থান : মুহাম্মাদ রিদ্দ , ১ম শ্রেণী, ব্র্যাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম:.....
প্রতিষ্ঠান :.....
শ্রেণী :.....
ঠিকানা :.....
মোবাইল

ম্যাজিক ওয়ার্ড

হালীমা
৭ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

Anger- রাগ + Rug (রাগ) = কম্বল
All- সব + Sob (সব) = ফোঁপন
Beating- মার + Mar (মার) = নষ্ট করা
Bean- শিম + Seem (সীম) = বোধ হওয়া
Colour- রং + Wrong (রং) = ভুল
Dead- লাশ + Lush (লাশ) = রসাল
Egg- ডিম + Dim (ডিম) = ঝাপসা
Excuse - মাফ + Muff (মাফ) = ব্যর্থতা
Fold- ভাঁজ + Vase (ভাজ) = অলংকৃত
Flood- বান + ban (বান) = খোপা
Four- চার + Char (চার) = পুড়িয়ে কালো করে
Garden- বাগ + Bug (বাগ) = ছারপোকা
Is- হয় + Hoy (হয়) = শুদ্র পোতা
Hair- লোম + Loam (লোম) = দোআঁশ মাটি
Kite- চিল + Chill (চিল) = যে ঠাণ্ডায় কাঁপুনী ধরে
Jump- লাফ + Laugh (লাফ) = হাসা
Lentle- ডাল + Dull (ডাল) = নির্বোধ
Market- হাট + Hut (হাট) = চলাফেরা
My- মোর + More (মোর) = অধিক
Necklace- হার + Her (হার) = তার
Pen - কলম + Culm (কলম) = কয়লার নুড়ি
Profit - লাভ + Love (লাভ) = ভালবাসা
Revile - গাল + Gull (গাল) = চাতুরী

সোনামণি
একটি ফুটন্ত গোলাপের নাম